493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/9433387953

www.facebook.com/alipur.barta.5

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

গিরীশ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ,২৮ সংখ্যা, ১৯ বৈশাখ-২৫ বৈশাখ ,১৪২০ঃ ৩ মে-৯মে,২০১৪,Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.28, 3 May-9 May, 2014 ১৬ পাতা মূল্য ৩টাকা

মোদি'র হঠকারি ঘোষণায় রাজ্যে বেকায়দায় বিজেপি

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

শেষবেলায় প্রচারে এসে বিজেপি'র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদি এমন কিছু বেফাঁস কথা বললেন, যার ফলে সুবিধা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। এর আগে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে নরেন্দ্র মোদি'র বক্তৃতা শোনা পর অনেকেই বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একাংশ সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিলেন, নির্বাচনোর পর তৃণমূল কংগ্রেস হয়ত জাতীয় পর্যায়ে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে, তাদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হবে। কিন্তু তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় প্রতিটি নির্বাচনী মঞ্চ থেকে নরেন্দ্র মোদি তথা বিজেপি'র বিরুদ্ধে তোপ দাগাতে শুরু করেন। বলাবাহুল্য, তারপর নির্বাচনী সভা করতে এসে মোদিজিও একই পথ অনুসরণ করেন। নরেন্দ্র মোদি আবার সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, আপনি তো পিকাসোর মতো আঁকতে শুরু করেছেন, কিন্তু ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা দিয়ে আপনার ছবি কিনল কে? এছাড়াও তিনি শ্রীরামপুরের জনসভা থেকে অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী বিহার, মাড়োয়ারিদের একটু ভিন্ন চোখে দেখা হয়। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, ১৬ মে'র পর এই রাজ্যে বসবাসকারী বাংলাদেশিরা বাক্স, প্যাটরা গুছিয়ে তৈরি থাকুন। তাদের প্রত্যেককে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

মোদিজী'র এই কথা শুনে সারা রাজ্যে তুমুল অলোড়ন শুরু হয়েছে এবং বলা নিষ্প্রয়োজন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটি জনসভায় এই বিষয়টিকে তুলে ধরছেন। মোদিজী'র এহেন আচরণ এমন একটা পর্যায়ে আলোচিত হচ্ছে যে, রাজ্য বিজেপি'র সামনের সারির নেতারা ইতিমধ্যেই তাঁকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

বিজেপি' মূল ভাবনার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার জন্য সংখ্যালঘু ভোট তাদের পক্ষে যাবে না, এটা তাদের দলের নেতা-কর্মীরাও জানেন। কিন্তু রাজ্যে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের সম্পর্কে এই ধরনের ভাবনা পোষণ করার পর যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রতিফলন ভোট বাক্সে পড়বে বলে অনেকেই আশা প্রকাশ করছেন।

রাজ্যের অধিবাসীদের অনেকেই রাজনৈতিক দলগুলির সংখ্যালঘু তোষণের বিরুদ্ধে বারে বারে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কোনও স্বীকৃত রাজনৈতিক দল রাজ্যে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩০ শতাংশ মানুষদের (তারা অন্যায় করলেও) বিরোধিতা করার সাহস দেখাননি। এই কারণে, বিশেষত বাংলাদেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে আসা উদ্বাস্তু মানুষদের মনে বিজেপি'র প্রতি একটা আকর্ষণ তৈরি হয়েছে। অনুসন্ধান করলে জানা যাবে, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে জেলাগুলিতে বিজেপি'র যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। কিন্তু অতি সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদি'র ভাবনার প্রকাশ ঘটার পর থেকেই তা ক্রমশ স্তিমিত হচ্ছে। অন্যদিকে সবাই জানেন, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের নানান ভাষাভাষি মানুষ নিরাপদে বসবাস করেন। বাংলার মানুষদের মধ্যে কোনও সময়ে জাতি, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি ভেদাভেদ লক্ষ্য করা যায়নি।

এরপর দশের পাতায়

অসহিষ্ণু মমতা বাহিনী, ইসি থেকে ইডি

সারদার আঁচে আজ বদলার বাংলা

আজাদবাউল

বদলাহীন পরিবর্তন এসেছিল এই বাংলায়। রবীন্দ্র সংগীতের সুরে মমতার হাত ধরে সেদিন অনেক স্বপ্ন ছিল মানুষের একজোড়া চোখে। পথঘাট, পার্ক, জলাশয় নীল-সাদা রঙে সেজে উঠেছে। পাশাপাশি অভিযোগ উঠে গেল নীল-সাদা রঙ কেনা নিয়ে। সারদা সাম্রাজ্যের সম্রাটের কমরেড ইন আর্মস যে সমস্ত সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী শিল্পীরা ছিলেন তাঁদের দিকে আঙুল উঠতে শুরু হল আর এখন চলছে মহাভারতের মৌষল পর্ব।

রাজ্যবাসীর কাছে এতদিনের পরিচিত বিনয়ী মমতা পাল্টে গিয়েছেন অনেকটাই। তাঁর পাশে অনেকের ভিড় যাঁরা স্রেফ ক্ষমতার স্বাদ পেতে জোড়াফুলে অনুগত। উদ্ধত অহংকারী জনবিচ্ছিন্ন কিছু মানুষ নিয়ে চলতে গিয়ে মমতাও যে হঠাৎ অহংকারী হয়ে গিয়েছেন। তাঁর আঁকা ছবি কিংবা পারিবারিক সম্পত্তির প্রশ্ন তোলায় তিনি অসহিষ্ণু হয়েছেন। পরিষদবর্গ দ্বিগুণ কোথাও বা আরও অনেক গুণ। ফিরে যাওয়া বাম জমানার রক্তাক্ত স্মৃতিতে। তৃণমূল সরকার কাগজে কলমে আরও অনেক দিন হয়ত থাকবেন কিন্তু বাম আমলের অসহিষ্ণু ব্যাটন হাতে নিয়ে চলতে হবে তাকে। হয়ত এটাই বাংলার ভবিতব্য এবং এই ইঙ্গিত মিলেছে রাজ্যের নির্বাচন পর্বে তৃণমূল নেতাদের উদ্ধত আচরণে আর পেশি শক্তির আস্ফালনে।

মিডিয়া বান্ধব পর্যবেক্ষক সন্ত্রাসহীন নির্বাচনের কথা বললেও সংবাদমাধ্যমে হিংসার নানা সংবাদ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে। বিরোধীরা বদল চেয়েছে, অপসারণ চেয়েছে পর্যবেক্ষকের। মমতা সারদায় ক্ষতিগ্রস্ত কিছু পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যাখ্যা করলেও নানা স্তর, নানা প্রশ্ন উঠেছে এব্যাপারে। সেন মহাশয়ের দুর্নীতির তদন্ত করতে শ্যামল সেন কমিশন গঠন করেছেন। ইলেকশন কমিশন এখন রাজ্য সরকারের সুনজরে থাকলেও ইডির তৎপরতা মমতা বাহিনীকে অসহিষ্ণু করে তুলেছে।

সারদা শুরুর সেই দিনে পুত্র শুভজিৎ-এর সঙ্গে সুদীপ্ত সেন সারদার অফিসে

এরপর দশের পাতায়

জনমন বলছে ঃ চুপচাপ পদ্মে ছাপ

ওঙ্কার মিত্র

খাঁচার বাঘ যদি একবার রক্তের স্বাদ পায় তাহলে তাকে রোখা দায়। এমনকী যে তাকে মুক্তি দেয় একসময় তাকেও আক্রমণ করতে পিছপা হয় না। বহুদিন বামফ্রন্টের বদ্ধ খাচায় বন্ধ থাকার পর বাংলার জনগণেরও এখন সেই অবস্থা। পরিবর্তনের জাদুকাঠিতে ভীত, সন্ত্রস্থ, বাকরুদ্ধ বাংলার জনগণকে মুক্তি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরজন্য তাঁকে বহু আক্রমণ, অত্যাচার, লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। সেই লড়াকু মমতা এখন মুখ্যমন্ত্রী। মুক্তির স্বাদ পাওয়া বাংলার জনমন এখন 'সেই মমতা' আর 'এই মমতায়' তফাত খুঁজতে ব্যস্ত। জনমনে ভয় 'এই মমতা' যদি পাল্টে যান তাহলে ফের খাঁচায় বন্দি হয়ে যাব না তো? এমন দোলাচলের মধ্যে বাংলায় এসে উপস্থিত গুজরাটের সফল মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর কথাবার্তা, শারীরিক ভাষা বাংলার সামনে নতুন এক মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছে। বিশেষ করে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের দমবন্ধ করা পরিস্থিতি থেকে। মোদি আসার আগে অবধি বাংলার জনগণ মন প্রাণ সঁপে দিয়েছিল মমতার উপর। ভাবছিল লড়াকু মমতাই পারবেন মুক্তির স্বাদকে স্থায়ী করতে। কিন্তু দিন যত গড়িয়েছে ঘটনা পরম্পরা বাংলার জনমনকে মোদি মুখি করে তুলেছে। গ্রাম-গঞ্জ, শহর-শহরতলীতে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে একটাই আওয়াজ ঃ চুপচাপ পদ্মে ছাপ। বিশেষ করে বেকার সমস্যায় জর্জরিত, কাজের জন্য ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত কমবয়সী ভোটারদের মধ্যে এই স্লোগান ক্রমশঃ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। আর বাংলার বুকে যদি এই নতুনের স্বাদ নিঃশব্দে উন্মাদনা জাগায় তাহলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ফের পরিবর্তনের নেশায় মেতে উঠবে মানুষ। 'এই মমতা' কি পারবেন তাকে ঠেকাতে।

কিন্তু কেন? দীর্ঘদিনের অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়া বাংলার জনগণ কেন মুক্তিদাতাকেই দূরে ঠেলতে উদ্যত? এসব ভাবনা ভাবতে হবে মমতাকে। এত ঘোরাঘুরি, কাজকর্ম করা সত্ত্বেও কেন জনমনে অন্য ভাবনা? নিশ্চয় কোনও ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। জনমন বলছে এ ত্রুটি মমতার নয় মমতাপন্থীদের ত্রুটি।

এরপর দশের পাতায়

কাজের খবর

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পর কেন্দ্রীয় সরকারের পেশাদারী প্রশিক্ষণ

কেন্দ্রীয় সরকারের সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অফ ফিশারিস নটিক্যাল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং ফিশারি সায়েন্সে ব্যাচেলার ডিগ্রি ও ভেসেল নেভিগেটর এবং মেরিন ফিটার ট্রেনিং কোর্সে ভর্তির জন্য দরখাস্ত চাইছে। সমুদ্রের বুকে জাহাজে প্রাকটিক্যাল ট্রেনিংও দেওয়া হয়। ব্যাচেলার ডিগ্রিতে মোট আসন ২২। ভেসেল নেভিগেটর ও মেরিন ফিটার কোর্সে মোট আসন ৯৬। ফিশারি সায়েন্সে কোর্সের সময় সীমা ৪ বছর ও বাকী দুটি কোর্সের ক্ষেত্রে ২ বছর।

যোগ্যতা:

৫০ শতাংশ নম্বরসহ উচ্চমাধ্যমিক পাশেরা ফিশারি সায়েন্সের জন্য আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক পাশেরা অংক ও বিজ্ঞানে ৫০ শতাংশ নম্বর থাকলে ভেসেল নেভিগেটর ও মেরিন ফিটার কোর্সের জন্য আবেদন করতে পারেন।

বয়স:

ফিশারি সায়েন্সের জন্য ১ অক্টোবর ২০১৪–তে বয়স হতে হবে ১৭–২০ বছরের মধ্যে। ভেসেল নেভিগেটর ও মেরিন ফিটার কোর্সের ক্ষেত্রে ১ আগস্ট ২০১৪–তে বয়স হতে হবে ১৬–২০। সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা সরকারি আইন অনুযায়ী ছাড় পাবেন।

আবেদন পদ্ধতি:

www.cifnet.gov.in ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে সঙ্গে দেবেন নিজের ঠিকানা লেখা ও ১৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম। ফিশারি সায়েন্সের ক্ষেত্রে আবেদন ফিজ ৫০০ টাকা ও বাকি দুটির ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে দিতে হবে। আবেদন পাঠানোর শেষ তারিখ ১৬ মে, ২০১৪। ঠিকান – ডাইরেক্টর, সিআইএফএনইটি, ফাইন আর্টস এভিনিউ, কোচি–৬৮২০১৬। ফিশারির ক্ষেত্রে পরীক্ষা ১৫ জুলাই অপরদুটির ক্ষেত্রে ২১ জুলাই।

উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতকদের জন্য সেন্ট্রাল ফিশারিজে ক্লার্ক ও স্টেনোগ্রাফার

সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ফিশারিজ টেকনোলজি বিভিন্ন পদে নিয়োগ করবে। বিজ্ঞপ্তি নম্বর ক্টক্সঙ্খব১ব২০১৪।

শূন্যপদ:

টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ন): জুলজি, কেমিস্ট্রি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফিশারিজ সায়েন্স, ফুড টেকনোলজি, বায়ো টেকনোলজি যে কোনও বিষয়ে ডিগ্রি। ১ বছরের অভিজ্ঞতা ও কম্পিউটার জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার। টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (ফিল্ড ও ফার্ম): কৃষি, সমাজতত্ত্ব, পরিসংখ্যান, অর্থনীতি যে কোনও একটিতে ডিগ্রি।

লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক: উচ্চমাধ্যমিক সঙ্গে কম্পিউটারে ইংরাজিতে ৩৫টি শব্দের গতিতে টাইপ করার দক্ষতা।

স্টেনোগ্রাফার গ্রেড থ্রি: উচ্চমাধ্যমিক সঙ্গে মিনিটে ৮০টি শব্দের দ্রুততায় ইংরাজিতে ১০ মিনিট ডিক্টেশন নিয়ে কম্পিউটারে ৫০ মিনিটে টাইপ করতে হবে।

স্কিপার গ্রেড টু: মাধ্যমিক সঙ্গে স্কিপার হিসেবে সার্টিফিকেট। মেট ফিশিং ভেসেল কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট প্রাপ্তরা কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন।

বয়স:

২৫ মে, ২০১৪ তারিখে টেকিনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১৮–৩০ এবং স্টেনো ও ক্লার্কদের ক্ষেত্রে ১৮–২৭ ও স্কিপারদের ক্ষেত্রে ১৮–৩৫ এর মধ্যে হতে হবে।

দরখাস্তের পদ্ধতি:

ত্বত্বত্ব.ঝট্টুত.গুপ্ত.টট ওয়েবসাইট থেকে দরখাস্ত ডাউনলোড করে সঙ্গে দেবেন এক কপি পাসপোর্ট ফটো। যাবতীয় যোগ্যতার ও বয়সের অ্যাটেস্টেড জেরক্স এবং ফিজ বাবদ ২০০ টাকা ডিমান্ড ড্রাফট। এটি আইসিএআরইউনিট–সিআইএফটি'র অনুকূলে কোচিতে প্রদেয় হতে হবে। দরখাস্ত ভরা খামের উপর লিখবেন – Application for the post of ____ at____ (place) sl. no.____

দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ২৫ মে ২০১৪। পাঠাতে হবে এই ঠিকানায় – দ্য ডাইরেকটর সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ফিশারিজ টেকনোলজি, উইলিংডন আইল্যান্ড, মৎসপুরী, পো.–কোচি–৬৮২০২৯।

রেলে মেকানিক পদে অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনি নিয়োগ

দক্ষিণ–পশ্চিম রেলে ফিটার, টার্নার, ওয়েলডার, ইলেকট্রিশিয়ান, রেফ্রিজারেটর মেকানিক প্রভৃতি পদে অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনি নিয়োগ করা হবে। বিজ্ঞপ্তি নম্বর–L/P.924/ACT-APP2014/VOL.XXVII DATE –১১–০৪–২০১৪.

যোগ্যতা:

মাধ্যমিক সঙ্গে এনসিভিটি বা আইটিআই সার্টিফিকেট।

বয়স:

১১ এপ্রিল ২০১৪–তে ১৫ বছরের উপর ও ২৪ বছরের নিচে হতে হবে।

আবেদন পদ্ধতি:

www.swr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ডাউনলোড করে আবেদনপত্র ও কললেটার নিজের হতে পূরণ করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে দুটি ১১ বাই ৫ মাপের ৫ টাকার ডাকটিকিট লাগানো নিজের নাম–ঠিকানা লেখা খাম দিতে হবে। নিজের ১টি ছবি গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে অ্যাটেস্টেড করে এবং অপর ১টি কললেটারের সঙ্গে সেঁটে দিতে হবে।

সঙ্গে বয়স ও অন্যান্য যোগ্যতার অ্যাটেস্টেড কপি দিতে হবে। আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে ১০ মে ২০১৪ বিকেল ৫টার মধ্যে। পাঠাবেন সাধারণ ডাকে। খামের উপর লিখতে হবে – Application For Engement As Act-apprentices (Ex-iti) In Hubli, Workshop-20, Traning Notification No.-01/2014.

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায় – Workshop Personnel Officer, Carriage Repair Workshop, South Westtern Railway, Gadag Road, Hubli-580020

কৃষি ও পশুপালনের ট্রেনিং

বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন ও নাবার্ড'র যৌথ উদ্যোগে কৃষি, খাদ্য সংরক্ষণ, রঙিন মাছ চাষ ও পশুপালনের ১০ মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে সফল প্রার্থীদের ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার সুযোগ আছে।

যোগ্যতা – মাধ্যমিক পাশ শুধুমাত্র অবিবাহিত পুরুষেরা ১৮–৩৫এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। আবেদনপত্র পাবেন এই ওয়েবসাইটে - www.rk-mission.org/redp

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ২৬ এপ্রিল – ২ মে, ২০১৪

মেষ – বিপ্লব এগিয়ে চলেছে শতরুরা পিছনে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তবুও জয় অনিবার্য ভেবে এগিয়ে চলেছেন। পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হচ্ছে। ইচ্ছার অনুকূলে কিছু কিছু কাজ করে সফল হবেন। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। দায়িত্বপূর্ণ বুদ্ধির কাজে সফলতা আসবে।

বৃষ – সুনামের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার চেষ্টা চালাবেন। অজ্ঞানতার ভার ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাবে। স্নেহ–প্রীতির ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। শিল্পী বা লেখকদের ক্ষেত্রে সময়টা ভালো হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন উদ্যম সফল হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মিথুন – চঞ্চল মনকে চেষ্টা করে বশে আনতে পারবেন। আন্তরিক ইচ্ছাগুলি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হবে। দূর ভ্রমণের যোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় শুভ ফল পাবেন। কর্মযোগ শুভ। চেষ্টা করলে বেকারত্বের আবসান হবে। খরচের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।

কর্কট – মনের উৎসাহ ও কর্মশক্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে। মনের জোরে এগিয়ে যাবেন এবং সফলতা লাভ করবেন। সুযোগ অনেক আসবে। সেই সুযোগের অপব্যবহার না করে এগিয়ে চলুন। ভালো হবে। লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে না।

সিংহ – সপ্তাহ অন্তে বাধাগুলি অপসারিত হবে। মনের মতো মানুষ পাওয়া যাবে না। আত্মীয়–স্বজনেরা বিরোধের সৃষ্টি করবে। ব্যবসায় ঝঞ্ঝাট ও ক্ষতি লক্ষিত হবে। দায়িত্বপূর্ণ অন্যের কাজ ঘাড়ে নেবেন না। পাকাশয়ে পীড়ায় যোগ রয়েছে।

কন্যা – সময়টি শুভ বলা যায়। টাকা পয়সার লেনদেনে সুফল পাবেন। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। লেখা পড়ায় ফল ভালো হবে। তবে মেজাজকে সামলে রাখুন।

তুলা – হঠাৎ কোনও বিপদ এসে পড়তে পারে। মনের শান্তি ব্যাহত হবে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে শুভ ফল পাবেন। নতুন বহুবিধ কাজের যোগাযোগ আসবে। ঘরবাড়ি সম্বন্ধে চিন্তার নিরসন হবে। শিক্ষায় সফল হতে পারবেন।

বৃশ্চিক – যত আশা করা গিয়েছিল ততটা শুভফল পাওয়া যাবে না। মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করে সুনাম পাবেন। সপ্তাহ শেষে সুনামের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতির যোগও পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে।

ধনু – বাধা এলেও ক্ষতি করতে পারবে না। অনেক দিনের পাওনা থাকা অর্থ কিছুটা পেতে পারেন। মনোবল নিয়ে অগ্রসর হন তাতে অভূতপূর্ব সাড়া পাবেন। শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হবেন। অঙ্কন শিল্পে সফলতা পাবেন।

মকর – অতো সহজে পরাস্ত করতে পারবে না। মনোবন অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে যান। ফল ভালোই হবে। ব্যবসায় শুভ অবস্থা ফিরে আসবে। ঠাণ্ডা লেগে সর্দি–কাশি হওয়া সম্ভব। লেখাপড়ায় শুভ হবে। ভ্রমণ যোগ।

কুম্ভ – অর্থনৈতিক অবস্থার বেশ পরিবর্তন লক্ষিত হবে। লেখা পরীক্ষাদি ক্ষেত্রে শুভ ফল পাওয়া যাবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভের যোগ। ব্যবসায় লাভের কারকতা বিদ্যমান। নির্জনে বসবাসের ইচ্ছা জন্মাবে।

মীন – ধীরে ধীরে জীবনকে কর্মক্ষম করে তুলতে চেষ্টা করবেন। নিজের কর্মশক্তি ও ইচ্ছা শক্তি এই দুইয়ের প্রভাবে জয়লাভ করতে পারবেন। দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতি লাভের কারকতা আছে।

আগামী পাঁচ বছরে চেহারা বদলে যাবে সুন্দরবনের: মমতা

বিশ্বজিৎ পাল

ক্যানিং: বুধবার বিকেল ৩টেয় জয়নগর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল (নস্কর)–এর সমর্থনে ক্যানিং–১ ব্লকের স্পোর্টস কমপ্লেক্স মাঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী সভা করলেন। তিনি বললেন, প্রার্থী প্রতিমা আপনাদের ভূমিপুত্রী। আমার কথায় চাকরি ছেড়ে এসেছে দেশের সেবায়। তিনি বলেন, সিপিএম যতোই গ্যাস বেলুনে গ্যাস ভরুক তা দুম করে ফেটে যাবে। রাজনীতি মানুষের জন্য, গরিব মানুষের জন্য, দীন মজুরদের জন্য। রাজনীতি মানে কুৎসা নয়, এখানে দাঙ্গার রাজনীতি চলবে না। কয়েকটি টিভি চ্যানেল ও কাগজ বিজেপিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছে। আগামী ১৬ মে মানুষ এদের প্রত্যাখ্যান করবে। সিপিএম ভাবছে বিজেপি আপনাদের ভোট কাটবে। ওইদিন তারা হতাশ হবেন, তিনি এসইউসিকে উদ্দেশ করে বলেন, এরা মানুষকে খুন করত। আর সে সময় জোরে মাইক বাজাতো যাতে কেউ শুনতে পেতো না। সিপিএম বিজেপিকে গ্যাস খাইয়ে গ্যাস বেলুন করছে। যারা জাতি দাঙ্গা করতে দেয় তারা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য নয়। ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। মরিচঝাঁপিতে বাংলাদেশ থেকে বহু মানুষ এসেছিলেন। সেই ঘটনা আপনাদের অজানা নয়। মরিচঝাঁপির ঘটনায় তদন্ত কমিশন করা হয়েছে।

শ্রীমতী ব্যানার্জি বলেন, আমরা চাই সুন্দরবনের অনেক মানুষ আসুন। এই জেলায় হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু করেছি। যেখানে আমরা সভা করছি সেখানে স্টেডিয়াম তৈরি হচ্ছে। এর পাশে অ্যাডিশনাল জুডিশিয়াল কোর্ট চালু হবে। পাশে মডেল স্কুলও তৈরি হচ্ছে। এই অঞ্চল জুড়ে উন্নয়নমূলক কাজের জোয়ার উঠেছে। শীঘ্রই গড়ে তোলা হবে। ক্যানিং স্যুইমিং পুল। ক্যানিং, কুলপি, ডায়মন্ড হারবারে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমি রেলমন্ত্রী থাকা কালীন ক্যানিং–ঘুটিয়ারি শরিফ পর্যন্ত রেলপথ চালু করেছিলাম। ঝড়খালিতেও পর্যটনকেন্দ্র হচ্ছে। ভাঙরে সংখ্যালঘু মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হচ্ছে। সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৫৭ লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। মৎস্যজীবীদের পরিচিতিপত্র জাল, হাঁড়ি ও বাড়ি নির্মাণের সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। আগামী পাঁচ বছরে এই এলাকার এমন কোনও মানুষ থাকবেন না যাঁদের মাথার ওপরে ছাদ নেই। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন, ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর, জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ি প্রমুখ। এদিন কুলতলি জামতলার মোড়েও প্রতিমা দেবীর সমর্থনে তিনি নির্বাচনী জনসভা করেন।

সরিষা ও মগরাহাটে মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: ৩ মে শনিবার অভিষেক ব্যানার্জির সমর্থনে সরিষা হাইস্কুল মাঠে ও মথুরাপুর কেন্দ্রের চৌধুরী মোহন জাটুয়া'র সমর্থনে মগরাহাট পশ্চিমের রাজারহাট মাঠের পরপর দুটি সভা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরিষায় বিকেল ৩টেয় শ্রীমতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন প্রার্থী নিজে, মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বলে জানালেন ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক হালদার। বেলা ৪টেয় রাজারহাটে মুখ্যমন্ত্রী সভার আগেই বেলা ২টোয় মথুরাপুর স্টেশন সংলগ্ন পার্কে তৃণমূলের প্রার্থীর হয়ে প্রচার সভা করবেন মুকুল রায়। সঙ্গে থাকবেন মিঠুন চক্রবর্তী। এরপর তাঁরা জয়নগর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের জীবনতলা মাঠের জনসভায় উপস্থিতি হবেন।

দেবকে নিয়ে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে মুকুল রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা: মথুরাপুর কেন্দ্রের প্রার্থী চৌধুরীমোহন জাটুয়া এবং জয়নগর কেন্দ্রের প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল (নস্কর)–এর সমর্থনে এই অঞ্চলে মঙ্গলবার একাধিক নির্বাচনী সভা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়। সঙ্গে ছিলেন অভিনেতা ও ঘাটাল কেন্দ্রের প্রার্থী দীপক অধিকারী (দেব)। মুকুলবাবু পাথরপ্রতিমা ব্লকের গদামথুরা আদর্শ বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গনে সভায় জমায়েত মানুষের উদ্দেশে প্রচণ্ড গরমকে উপেক্ষা করে সভায় সামিল হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি এদের অভিযোগ সারদার টাকা চুরি হয়েছে। তারা সিবিআই তদন্ত দাবি করছে। যে কোনও তদন্ত হতে পারে তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। নরেন্দ্র মোদি একটি জনসভায় যে অভিযোগ জানিয়েছেন সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে। আমরা বলেছি আপনাদের প্রমাণ দেখাতে হবে। না পারলে নিঃস্বার্থভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। না হলে মানহানির মামলা করা হবে।

দেব জনতার উদ্দেশে বলেন, আপনারা ভোট দিয়ে তৃণমূলকে জেতালে দেশের ও রাজ্যের উন্নয়ন হবে। মথুরাপুর কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ চৌধুরীমোহন জাটুয়া এবার আরও বেশি ভোটে জয়ী হবেন বলে আমি আশা করি। এরপর রায়দিঘি স্টেডিয়ামে সভা করেন তাঁরা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন, রায়দিঘির বিধায়ক দেবশ্রী রায়, পাথরপ্রতিমা কেন্দ্রের বিধায়ক, জেলার পূর্তকর্মাধ্যক্ষ আবু তাহের সর্দারসহ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এরপর জয়নগর কেন্দ্রের প্রার্থী প্রতিমা দেবীর সমর্থনে বাসন্তী ব্লকের সোনাখালি মাঠে নির্বাচনী সভায় মুকুল রায় বলেন, বুদ্ধবাবু মন্ত্রী থাকা কালীন কয়লাকাণ্ড ঘটেছে। তাঁর অভিযোগ ১ লক্ষ ৮৪ হাজার কোটি টাকার কয়লা চুরি হয়েছে। সেই টাকা কি তাঁর মেয়ের এনজিওতে আছে না আলিমুদ্দিনে আছে। চোরের মায়ের বড়ো গলা। ওদিকে নেতাই কাণ্ডের অভিযুক্তদের খুঁজে পায় না সিবিআই। অথচ রাজ্যের পুলিশ অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে। নরেন্দ্র মোদির হাত গুজরাত দাঙ্গায় লাল। অথচ তিনি নিজে নিজেই প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছেন। এই রাজ্য কর আদায়ে প্রথম। পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ায় প্রথম। শিশু মৃত্যুর হার কমেছে। মুকুল রায়ের আরও অভিযোগ, আরএসপি–র বিধায়ক সুভাষ নস্করের পুত্রবধূ খুনে সিপিএম জড়িত। অথচ উনি ইনকিলাব জিন্দাবাদ করছেন। ওরা বিধানসভা লোকসভা নির্বাচনের সময় এক। অথচ পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করেন। তিনি আরও বলেন, পৌর ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ যেমন বিরোধীদের প্রত্যাখ্যান করেছে তেমনি এই লোকসভা নির্বাচনে প্রত্যাখ্যান করবে। রাজ্যের তৃণমূল শাসনকালে জঙ্গলমহল ও পাহাড়ে শান্তি ফিরেছে। এই শান্তি উন্নয়নের কথা তুলেই তৃণমূল প্রার্থীদের জেতানোর আবেদন করেন। এইদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর, বাসন্তী ব্লক সভাপতি মান্নান সেখ প্রমুখ।

অভিষেককে জেতাতে তৃণমূল নেতারা এখন মরিয়া

কুনাল মালিক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয় সুনিশ্চিত করতে সাতটি কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস শেষ লগ্নে প্রচারে রীতিমতো ঝড় তুলেছে। মেটিয়াবুরুজ থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত প্রতিটি কেন্দ্রই প্রার্থীর রোড শো, পথসভা, বাড়ি বাড়ি প্রচারে তৃণমূল কর্মী সমর্থক ও নেতা নেত্রীরা এক প্রকার ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। সাতগাছিয়ার বিধায়ক তথা ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ, কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ, প্রমুখ নেতা– নেত্রীরা প্রতিদিন বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক সমাবেশ করেছেন। আগামী ৭ মে এই কেন্দ্রের সরিষা, মহেশতলা ও মেটিয়াবুরুজে সভা করবেন মমতা ব্যানার্জি।

৮ মে বাখরাহাটে আসছেন মিঠুন চক্রবর্তী। ৯ মে এই এলাকায় টালিগঞ্জের একঝাঁক কলাকুশলীরা রোড শো করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে।

ইতিমধ্যেই অভিনেত্রী তথা বিধায়ক দেবশ্রী রায়, লকেট চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন জনসভায় অভিষেকের সমর্থনে বক্তব্য রেখেছেন।

উন্নয়নের ক্ষতিয়ান দিতে ব্যস্ত জাটুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, মথুরাপুর: রবিবার দুপুরে মথুরাপুর থানার নালুয়া গ্রামে একটি পথসভায় তৃণমূলপ্রার্থী চৌধুরী মোহন জাটুয়া জানান, গত ৫ বছরে সাংসদ তহবিলে বিভিন্ন প্রকল্পে ২০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। রায়দিঘির দিঘীটি সংস্কার করা হয়েছে।

সাগরে তীর্থযাত্রীদের জন্য যাত্রী নিবাস করা হয়েছে। মৌর্য যুগের জটার দেউল মন্দিরটি সংস্কার করা হয়েছে। কালনাগিনী নদীতে সেতু নির্মাণ, ইঁটের ও পিচের ঢালাই রাস্তা তৈরি, ৫০টির বেশি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। ৪টি কমিউনিটি হল নির্মাণ করা হয়েছে। তাঁর প্রতিশ্রুতি সুন্দরবনে লবণ ও মধু শিল্পে নতুন প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি সুন্দরবন সফরে একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছেন।

এই প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। প্রচার সভার পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন তিনি।

ভোটদর্পণ

মমতার উন্নয়নের দাবিকে নস্যাৎ বিজেপি প্রার্থীর

‘নেই’ রাজ্যের ক্যানিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যানিং–এর প্রচার সভায় সুন্দরবন উন্নয়নের যে খতিয়ান পেশ করেছেন সেই তালিকাকে তীব্র আক্রমণ করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার চালালেন জয়নগর(তপঃ) লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণপদ মজুমদার। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আগেরবার গোসাবায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, গোসাবা–গদখালিতে বিদ্যাধরী নদীর উপর সেতু নির্মিত হবে। অথচ তা এখনও হয়নি। ক্যানিং–২ ব্লকে তাম্বলদহ সেকশনে ঘুঘুখালি–হেদিয়াতে করতোয়া নদীতে আজও সেতু নির্মিত হল না। গোসাবার কৃষাণমাণ্ডি নির্মাণের শিলান্যাস হয়ে গেল এক বছরের উপর। মমতাজী বলেন, তাঁর শিলান্যাসে শ্যাওলা পড়ে না। কিন্তু আমরা দেখছি কৃষাণমাণ্ডি’র শিলান্যাসে শ্যাওলা পড়েছে। আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত নদী বাঁধের জন্য বরাদ্দ টাকা ফেরত চলে গিয়েছে। শুধু মুখে উন্নয়নের গল্প। ক্যানিং মহকুমায় আজও ইকো–ট্যুরিজম গড়ে উঠল না। ফলে এই কেন্দ্রের পর্যটন শিল্প উন্নয়নে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। হেদিয়া–আমঝাড়া শ্মশান ঘাটটি বহু বছর সংস্কার হয়নি। ক্যানিং–২ ও বাসন্তী ব্লকের সমস্ত মৃতদেহ এখানে আসে অথচ শাস্ত্র মতে শেষকৃত্য করার জন্য কোনও পুকুর নেই। দাহস্থলের উপরে শেড নেই। শ্মশানযাত্রীদের জন্য শৌচালয়, বিশ্রামাগার নেই। একটিমাত্র পানীয় জলের নলকূপ দীর্ঘদিন ধরে খারাপ হয়ে আছে। শ্রী মজুমদারের আরও বক্তব্য, ক্যানিং–২ ব্লকের ১৮টি গ্রাম আদিবাসী অধ্যুষিত। এই কেন্দ্রের অন্তর্গত অন্যান্য অঞ্চলেও অজস্র আদিবাসী রয়েছেন। অথচ তাদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে চিকিৎসার জন্য ভেলোরে যেতে হয়। ক্যানিং মহকুমায় মেডিকেল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় দূরের কথা আজ অবধি একটি ভাল হাসপাতাল তৈরি হয়নি। নেই কোনও মহিলা থানা। বেশিরভাগ সরকারি দফতর চলে ভাড়া বাড়িতে। ফলে প্রতিবছর সরকারের কোটি কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে।

মাতলা মৌজায় ১০৪২ খতিয়ান, জেএল নম্বর–৭৫তে কয়েকশো পরিবার ৩০–৭০ বছর বসবাস করছে। অথচ আজ অবধি কোনও পাট্টা পাননি। ২০০৬ সালে বিধানসভায় ক্যানিং–এ পৌরসভা তৈরির কথা ঘোষণা হয়েছিল কিন্তু আজ অবধি হয়নি। মজার কথা ১৮৬৩ সালেই ক্যানিংয়ে তৈরি হয়েছিল পৌরসভা। ভারত স্বাধীনতার পর অদ্ভুতভাবে পৌর অঞ্চল হয়ে যায় পঞ্চায়েত এলাকা।

শ্রী মজুমদারের প্রতিশ্রুতি বিজেপি ক্ষমতায় এলে সুন্দরবন উন্নয়নের কাজে তারা সমগ্র ক্ষমতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিজেপি ‘মিরাক্কেল’ ফলাফল করবে: দাবি বিজেপি জেলা সভাপতির

কুনাল মালিক

আলিপুর: এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৪টি লোকসভা আসনের মধ্যে ডায়মন্ড হারবার, জয়নগর এবং মথুরাপুরে নরেন্দ্র মোদির হাওয়ায় বিজেপি নেতা কর্মী ও প্রার্থীরা যথেষ্টই আশাবাদী।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিজেপি সভাপতি বিকাশ ঘোষ বলছেন, এবার এই জেলায় বিজেপি ‘মীরাক্কেল’ ফলাফল করবে। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি কত ভোট পেয়েছিল সেই নিরিখে যদি এবারের ফলাফল নির্ধারণের চেষ্টা হয়, তাহলে চরম ফলাফল নির্ধারণের চেষ্টা হয়, তাহলে চরম ভুল হবে। বিকাশবাবু বলেন, ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে অভিজিৎ দাস (ববি), জয়নগরে কৃষ্ণপদ মজুমদার, মথুরাপুরে তপন নস্কর প্রমুখ বিজেপি প্রার্থীরা ইতিমধ্যেই প্রচারে ঝড় তুলেছেন।

শাসক তৃণমূল দলের নেতা নেত্রী এমনকি দলের মুখ্যমন্ত্রীও সকলকে ছেড়ে দিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে বেশি সরব হচ্ছেন।

কিন্তু আপনাদের তো অধিকাংশ অঞ্চলে সংগঠনই তেমন মজবুত নয়, তাহলে আপনি দেখবেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা সহ জেলার অন্যান্য কেন্দ্রে যে সব বুথে কেউ কোনও দিন পদ্মফুলের পতাকা লাগাতেন না, সে সব বুথেও এখন পদ্মফুলের ঝাণ্ডা ও নরেন্দ্র মোদির পোস্টার চোখে পড়ছে।

৩৪ বছরে মানুষ সিপিএমের প্রতি যতটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাদের রাজ্যে নিয়ে এল, সেই তৃণমূলের ৩৫ মাসের নানা কার্যকলাপে বাংলার মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে। আর কংগ্রেসকে তো মানুষ প্রত্যাখ্যান করেই দিয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় বুথে বুথে তরুণ প্রজন্মের ভোটাররা নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখছে।

শাসক তৃণমূলের কংগ্রেসের কোপে পড়ার ভয়ে আনেক বুথে কেউ প্রকাশ্যে এসে হয়তো বিজেপি করছে না। কিন্তু দেখবেন একটা নিঃশব্দ বিপ্লব হয়ে যাবে। আাগামী দিনে এই রাজ্যে বিজেপি একটা ফ্যাক্টর হবে। মমতা ব্যানার্জির অতি সংখ্যালঘু তোষণ সংখ্যালঘুরা ভোটারদের বিজেপিমুখী করছে এটা জেনে রাখবেন।

রাজ্যের তীব্র সমালোচনা করলেন রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, মথুরাপুর: ২৭ এপ্রিল পাথরপ্রতিমা থানার গদামথুরা হাইস্কুল মাঠে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে জনসভায় বর্তমান রাজ্য সরকারে তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি’র রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা। তিনি বলেন, ২০০৯ সালে আয়লার তাণ্ডবে সুন্দরবনের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে এখনও অবধি পুণর্নির্মাণের কাজ করা হয়নি। কিন্তু এবাবদ বরাদ্দ টাকা ফেরৎ চলে গিয়েছে। এই অঞ্চলের নদী বাঁধের অবস্থা ভাল নয়। আসলে সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার ব্যর্থ। শ্রী সিনহা বলেন, দেশের মানুষ কেন্দ্রে পরিবর্তন চাইছে। কেন্দ্রে বিজেপি এলে সবার আগে এই দুর্গত অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়া হবে। তাঁদের লক্ষ্য সুশাসন ও সামগ্রিক বিকাশ।

প্রবীণ নাগরিকদের অসহায় করে অস্তাচলে গোধূলী

সৌমিতা চৌধুরী, সরশুনা

কলকাতা পুরসভার ১২৭ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত সরশুনা অঞ্চলে রয়েছে চারটি উদ্যান এর মধ্যে কলধ্বনি, জগদীশ চন্দ্র ও সুকান্ত উদ্যানের দেখাশোনা হলেও, বয়স্কদের জন্য তৈরি ‘গোধূলী’ উদ্যান–এর রক্ষণাবেক্ষণে ব্যাপক গাফিলতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। ২০০৯ সালে পার্কটির উদ্বোধন করেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। অথচ মাত্র ৫ বছরের মধ্যে চূড়ান্ত অবনতি ঘটেছে উদ্যানের অবস্থার। বসার পরিবেশ অযোগ্য, মিটার বক্স মরিচা ধরা ও ভাঙা, এমনকী বেশিরভাগ বাতিস্তম্ভ খারাপ। আগাছায় সমগ্র উদ্যান জঙ্গলময়, অথচ বাহারি গাছগুলি শুকিয়ে মৃতপ্রায়। রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও জঙ্গলের জন্য বিকেল হতেই শুরু হয় মশার উপদ্রব। সঙ্গে থাকে সাপ ও পোকা মাকড়ের ভয়। স্থানীয় এক বৃদ্ধা অনিমা চ্যাটার্জি বলেন, বয়স হয়েছে বলে আমরা বাদের খাতায় পড়ে গেছি। এই অঞ্চলে অনেক পার্ক রয়েছে। সেগুলি তাও রক্ষণাবেক্ষণ হয়। কিন্তু এখানে কিছুই হয় না। বরং সন্ধ্যা নামলেই কম বয়সী ছেলে মেয়ের জুটিরা এমন অবস্থায় বসে থাকে আমাদের লজ্জায় উঠে যেতে হয়। উদ্যানটির নাম গোধূলি দেওয়া হয়েছে, বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের জন্য উদ্যান বলেই।

ছবি: বকুল গুপ্ত

স্থানীয় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের কন্ঠে তীব্র অসন্তোষ শোনা যায় পুরো পার্কটির বর্তমান অবস্থা নিয়ে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বৃদ্ধ বলেন, ‘বছরে দু–তিনবার ঘাস কাটা হয় অনেক বলার পরে। লাইট ও জলের লাইন দীর্ঘদিন ধরে খারাপ বলে অনেকবার আমরা অভিযোগ জানিয়েছি। হবে হবে বলেও, কিছুই হয় না। কবে যে হবে কে জানে। কিন্তু এখন যা অবস্থা। আমরা আবার বেশি কিছুই তো বলতে পারি না। যা দিন কাল। পরিবার নিয়ে তো থাকি। বেশি মুখ খুললে হয়তো বাড়িতে বোমা পড়বে। ওই উদ্যানের ১২৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্যামাদাস রায় বলেন, ‘পার্কটি ঠিক মতোই চালু আছে। ফোয়ারা শুধু খারাপ। লাইট বা জলের কোনও সমস্যাই নেই। এক দুই মাস অন্তরই জঙ্গল কাটা হয় সব সময়। নির্বাচনের জন্য ঠিক মতো কাজ হচ্ছে না আাটকে আছে। বয়স্কদের জন্য কর্পোরেশন থেকে একটা ঘরও করে দেওয়া হয়েছে পাশে।’

ভোটদর্পণ

পশ্চিমবঙ্গে ২০১৪'র লোকসভা নির্বাচনে ভোট দাতাদের বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক সংখ্যাতত্ত্ব

বয়স	পুরুষ	মহিলা	অন্যান্য	সর্বমোট ভোটদাতা	শতাংশের হিসেবে ভোটদাতা
১৮–২৫	৬২,৫১,৪২৬	৫৩,১৩,৭৫৪	২২১	১,১৫,৬৫,৪০১	১৮.৫১
২৫–৪০	১,০৯,২৮,৪৭৭	১,০৩,৮২,৭৬৮	১৮০	২,১৩,১১,৪২৫	৩৪.১২
৪০–৬০	১,১৫,৩৭,২৬৩	১,০৫,৪৬,৮৯১	১০১	২,২০,৮৪,২৫৫	৩৫.৩৫
৬০–ঊর্ধ্ব	৩৭,৭০,৭২৯	৩৭,৩৭,১৫৭	২১	৭৫,০৭,৯০৭	১২.০২
মোট	৩,২৪,৮৭,৮৯৫	২,৯৯,৮০,৫৭০	৫২৩	৬,২৪,৬৮,৯৮৮	১০০

তথ্য সূত্রঃ রাজ্য মুখ্যনির্বাচন কমিশনারের কার্যালয়।

এম পি ল্যাডের টাকা খরচ না হওয়ার নেপথ্যে

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা: নিয়ম মোতাবেক, গত ৫ মার্চ ৫ বছরের লোকসভার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও 'এমপিল্যাড' অর্থাৎ 'সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলে'র অনেকটাই এ রাজ্যের সিংহভাগ সাংসদ ব্যবহার করতে পারেননি। উন্নয়নেরই স্বার্থে কেন্দ্রের দেওয়া ১৮২ কোটি টাকা কাজে না লেগে স্রেফ এ রাজ্যেই পড়ে রইল। যে জন্য আঙুল উঠেছে 'জেলা প্রশাসনের গাফিলতি' এবং কিছু 'সাংসদে'র গা–ছাড়া মনোভাবের দিকে। এদিকে প্রশাসনের কর্তাদের একাংশের বক্তব্য, এমপি ল্যাডে'র টাকা সাংসদরা সরাসরি হাতে পান না বলেই তার ব্যয়ের বিষয়ে সাংসদদের গরজ থাকে না। সাংসদরে পরিকল্পনাগুলোর বাস্তবায়ন কেমন হচ্ছে তা দেখার দায়–দায়িত্ব তো সাংসদদের। একাংশ সাংসদের যুক্তি, সাংসদদের এ কাজ করার কোনও অধিকার নেই। জেলা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতরের মাধ্যমে এমপিল্যাডে'র টাকা ব্যয় হয়। তদ্বির ছাড়া কিছু করতে পারি না। টাকাটা আমরা চোখে দেখি না, ছুঁতেও পারি না, কেবল পরিকল্পনা জমা দিই। জেলা প্রশাসনকে প্রকল্প পাঠানো হয়েছে। ওদেরও গাফিলতি রয়েছে। পাশাপাশি রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কারণেও টাকা বরাদ্দে সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ।

এমপিল্যাডে'র কত টাকা ব্যয় না হয়ে পড়ে রইল আর কত টাকা ইউসি (ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট) জমা পড়েনি তা খতিয়ে দেখতে গত বছরের ২০ নভেম্বর নয়া দিল্লিতে বৈঠক হয়। পরে রাজ্যের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতরে'র বিশেষ সচিব রাজ্যের ১৭ জন ডিএম ও কেএমসি'র কমিশনার জনাব খলিল আহমেদকে চিঠি পাঠিয়ে জানান, এমপিল্যাডে'র সম্পূর্ণ কাজের ইউসি গত পয়লা মার্চের পূর্বেই পাঠিয়ে দিতে হবে। কিন্তু ৩১ মার্চের মধ্যেও অনেক ইউসি জমা পড়েনি। প্রসঙ্গত, প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থাই কাজ শেষে ইউসি জমা দেয়। ফলস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে কাজ হয়ত শেষ হয়ে গিয়েছে ইউসি জমা না পড়ায় সরকারি ওয়েবসাইটে তার উল্লেখ থাকছে না।

জেলায় প্রার্থী বাড়ল ১৪, বেড়েছে মহিলাপ্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় প্রার্থীর সংখ্যা পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় ১৪ জন বাড়ল। গত ২০০৯–এ জলনগর (তপঃ) লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল ৭ জন। এবার বেড়ে হয়েছে ১০ জন। মথুরাপুর (তপঃ) কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল ৭ জন। এবার বেড়ে হয়েছে ১০ জন। ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে ২০০৯–এ প্রার্থী ছিল ১০ জন। এবার বেড়ে হয়েছে ১৬ জন এবং রাজ্যের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র যাদবপুরে গতবার প্রার্থী ছিল ১০ জন এবার সামান্য বেড়ে হয়েছে ১৩ জন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ২০০৯–এ মোট প্রার্থী ছিল ৩৫ জন। এবার বেড়ে হয়েছে ৪৯ জন। তবে এ জেলায় এবার যেটা বিশেষ লক্ষ্যণীয় সেটা হল গতবার এ জেলার একমাত্র যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রেই বিএসপি'র সন্ধ্যা মণ্ডল ও নির্দল রমা বসু মাত্র দু'জন মহিলা প্রার্থী ছিলেন। এবার কিন্তু রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক দল তৃণমল কংগ্রেসের জয়নগর কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছেন বনগাঁ (তপঃ) লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের বিদায়ী সাংসদ গোবিন্দ চন্দ্র নস্করের কন্যা প্রতিমা নস্কর মণ্ডল এবং জাতীয় স্তরের স্বীকৃত রাজনৈতিক দল সিবিআই(এম)–এর মথুরাপুর (তপঃ) লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছেন কলকাতা পুরসভার'র ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি ছাত্র যুব সংগঠক রিঙ্কু নস্কর। এ জেলার আরও একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের প্রতি বুথে দু'টি করে ইভি এম থাকবে। এখানে প্রার্থী রয়েছেন ১৬ জন। আর একটি ইভিএম–এ ১৬টি নাম রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই 'নোটা'র জন্য প্রতি বুথে একটি অতিরিক্ত ইভিএম রাখা হচ্ছে।

ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের প্রতি বুথে দু'টি করে ইভি এম থাকবে।

ভোটের হার বাড়াতে চায় কমিশন

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা: গত ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি রাজনীতি সচেতন রাজ্যে মোট ৮৪.৪০ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন। তাহলে বাকি ১৫.৬০ শতাংশ ভোটার ভোট দেননি। ভোট না দেওয়ার কারণ কী তা জানতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন সার্বিকভাবে এ রাজ্যে সমীক্ষা চালায়। ওই সমীক্ষায় ভোট না দেওয়ার কারণ হিসেবে ওই ভোটাররা কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলির কাছে অভাবিত ১২টি কারণের উল্লেখ করেন। যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণটি হল 'এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস না করা।' ফলস্বরূপ, ভোট দেওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। ভোট না দেওয়ায় ভোটারদের মধ্য থেকে ৩৫ শতাংশ ভোটার কারণ হিসেবে এটি তুলে ধরেছেন। এই কারণে নির্বাচন কমিশন বুথ লেভেল অফিসার'–দের (বিএলও) দিয়ে যে এলাকার ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম আছে সেখানে থেকে ওই সমস্ত ভোটারদের নাম বাতিল করে বর্তমান যেখানে ওই ভোটাররা স্থায়ীভাবে বসবাস করছে সেখানকার ভোটার তালিকায় ওই ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করছে। মূল কারণ দেশে ভোটারদের মধ্যে ভোটদানের হারকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।

উল্টো স্রোতের নীচে বিশ্বাসটাই বিধ্বস্ত হচ্ছে প্রতিদিন

রুদ্র ভৈরব সিংহ

নয় নয় করে ১৩ বছর সাধারণ একজন সহকারী শিক্ষক হিসেবে কাটানোর পর মনে হল কিছু একটা করি – এমন কিছু যা দশের বা সমাজের বা দেশের কিছুটা উপকারে আসবে। নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে পাশের ও পেশার মানুষগুলোর উৎসাহে নতুন স্বপ্ন নিয়ে বসে পড়লাম প্রধানশিক্ষকতার চাকুরীর পরীক্ষায়। সফল প্রার্থীদের প্রথমের দিকে বেছে নিলাম একটা গ্রামের স্কুল। যে স্কুলে একদিন আমি পেশাগত প্রশিক্ষণের (বি.এড) প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং–এ এসেছিলাম। অসীম গর্ববোধ বিশ্বাস ও শান্তির হাসি নিয়ে যোগ দিলাম ২১ মে ২০১০। প্রথম দিনেই ধাক্কা লাগল বোধে, তবু শান্তির হাসি মুখে নিয়েই বাড়ি ফিরেছিলাম – বিশ্বাসটাকে বুকে চেপে। আজ প্রায় চার বছরে যা যা দেখছি – প্রশাসনিক পদে থেকে যা যা আন্দাজ করছি – তাতে শান্তির হাসি ম্লান হতে বসেছে। আর ভবিষ্যতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম – (তার বাসযোগ্য সমাজের শিশু) – কোন দিকে যাচ্ছে – অনাগত বাঙালির ভবিতব্য কী তা আমার মতো সাধারণ একজন মানুষের ছোট জ্ঞান–বুদ্ধিকে এমন করে নাড়াচ্ছে যে বিশ্বাসটা ঝঞ্ঝা–বিধ্বস্ত সমুদ্রতীরের মতো আন্দোলিত হচ্ছে। এমন অবস্থায় হাতে কলম তোলার সাহস জাগল। ছোট ছোট কাগজে কলম লিখলে তা প্রান্তিক মানুষকে জাগিয়ে রাখে – বড়ো মানুষদের ঘুম ভাঙায় – মাঝে মাঝে ব্যবসায়ী পত্র–পত্রিকাও ঋণ নেয় সমাজের দায়বদ্ধতা থেকে। এবার থেকে বাস্তবটা সামনে আসবে, কীভাবে সাধারণ ঘরের কিশলয় শিশুগুলো মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। অথচ কথা ছিল এদেরই মনের সার্বিক বিকাশ হওয়ার। আর যারা সুন্দর ও শিল্পসম্মতভাবে এই পঙ্গুত্ব তৈরির কারিগর তাদের জন্য সমাজ অনেককিছু দেয়। এমনকী অনেক অসহায়কে বঞ্চিত করে তাঁদের জন্য উদগ্রীব থাকে। ... (চলবে)

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ৩ মে–৯ মে, ২০১৪

দুর্ভিক্ষের সতর্কতা

এ বছর সামগ্রিকভাবে বর্ষা কম হওয়ার পূর্বাভাষ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। 'এল নিনো' নামক প্রাকৃতিক কারণেই বৃষ্টি কম হবে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। এমনিতেই ভারতবর্ষ নানা আর্থসামাজিক সংকটে জেরবার। রাজনৈতিক উত্তাপ আর অত্যাধিক গরম আবহাওয়া ভারতবর্ষের সমাজজীবনকে তোলপাড় করেছে। পেঁয়াজ আর আলু নিয়ে শুধু এ রাজ্য নয় ওই দুই খাদ্যশস্যের আকালে সারা ভারত জুড়েই বিভিন্ন সময়ে হাহাকার উঠেছে। গৃহস্থের অন্দরে এবং লোকসভার কক্ষ থেকে প্রাঙ্গণে।

অনাহার, অপুষ্টিতে মৃত্যু স্বাধীনতার এতগুলি আগস্ট মাস অতিক্রম করার পরেও মাঝে মাঝে সংবাদে স্থান পায়। নিছক সুপরিকল্পনার অভাবে বন্যা–খরায় এ দুর্ভাগা দেশ বারংবার ভেসেছে কিংবা শুকিয়ে তৃষ্ণার্ত হয়েছে।

পশ্চিমবাংলা সারা ভারতের আবহাওয়া ওঠা পড়ার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তনের বাংলায় গ্রামবাংলার জন্য পুকুর খনন, ১০০ দিনের কাজ প্রভৃতির মাধ্যমে জলধরো জল ভরো পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন। কিছুটা হলেও একদা সুফল মিলেছিল।

বাংলায় গরমকালে বহু পুকুরের জলস্তর নেমে গিয়েছে। আগমী বর্ষায় উপযুক্ত বৃষ্টি না হলে কৃষক ও কৃষিভিত্তিক শিল্প বিপর্যস্ত হবে। সামগ্রিকভাবে অর্থনীতি ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে সতর্কবার্তা ছড়িয়েছে ভারত জুড়ে।

পশ্চিমবাংলায় প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অর্থনীতি ধাক্কা খেয়েছে সাম্প্রতিক অতীতে। ভারতীয় উপমহাদেশে চাল–ডালসহ শস্যের ব্যাপক আকাল দেখা দেবে। সে কয়েকমাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত এল নিনো থাকবে বলে বলা হচ্ছে। যদিও বিজ্ঞানীরা এসব নিয়ে তৎপর কিন্তু রাজনীতিকদের আরও সচেতন হতে হবে যাতে এল নিনোর ধাক্কায় ভারত ভূমিতে দুর্ভিক্ষ না ঘটে।

অমৃতকথা

২১৯। ছোট ছোট ছেলেরা একলা ঘরের ভেতর বসে আপন মনে পুতুল খেলছে, কোনও ভাবনা নেই, কিন্তু যেই মা এলো, অমনি সকলে পুতুল ফেলে 'মা মা' বোলে কাছে দৌড়ে গেল। তোমরাও এখন ধন মান যশের পুতুল নিয়ে সংসারে নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে খেলা করছো, কোনও ভয় ভাবনা নেই। যদি মা আনন্দময়ীকে তোমরা একবার দেখতে পাও, তাহলে আর তোমাদের ধন মান যশ ভাল লাগবে না, সব ফেলে তাঁর কাছে দৌড়ে যাবে।

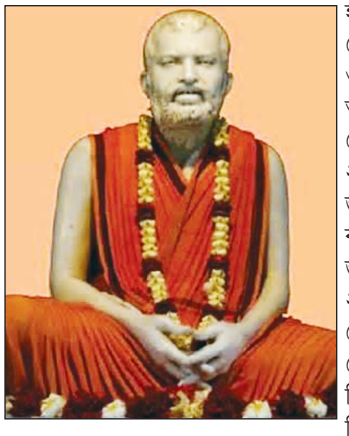

২২০। আমার ছেলে হরিশ বড় হোলে তার বিয়ে দিয়ে সংসারের ভার তার ওপর রেখে আমি যোগ সাধনা করব। এ বিষয়ে আপনার মতো কি?

তোমার কোন কালে সাধনা হবে না। হরিশ, গিরিশ বড় নেওটা, ছাড়ে না। পরে সাধ হবে, হরিশের ছেলে হোক ও তার আবার বিয়ে হোক।

২২১। এক জ্ঞান–জ্ঞান, বহু জ্ঞান–জ্ঞান।

২২২। ফল পেকে পড়ে গেলে বড় মিষ্টি লাগে, কিন্তু কাঁচা ফল পড়লে মিষ্টি লাগে না, সুঁটকে যায়, জ্ঞান–চৈতন্য হোলে জাতিভেদ থাকে না, কিন্তু অজ্ঞানীর পক্ষে জাতিভেদ বড়ই দরকার।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

চাঁদিফাটা গরমে কি নির্বাচন হওয়া উচিত

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

ছবি: অরুণ লোধ

এই নিদারুণ গরমে যখন কোথাও একফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে না, তখন কি অবস্থায় দেশের লোকসভা নির্বাচন চলছে, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। কোনও সন্দেহ নেই, দেশের মানুষদের স্বার্থেই তৈরি হয় আইন। উপলক্ষ্য, আপামর দেশবাসীর কল্যাণ করা। কিন্তু কল্যাণকর রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের সময় তারা কি একবারের জন্যও ভাববেন না, এই চাঁদিফাটা গরমে যেখানে তাপমাত্রা কোনও কোনও সময় ৪৩ থেকে ৪৮ ডিগ্রিতে পৌঁছে যাচ্ছে, সেখানে আর যাই হোক নির্বাচন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল, এই ভয়ঙ্কর দাবদাহের সঙ্গে তাল রেখে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে রাজনৈতিক লড়াই। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে, ইতিমধ্যেই যেখানে যেখানে ভোট হচ্ছে সেখানেই পৌঁছে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশাপাশি থাকছে স্থানীয় পুলিশ র‍্যাফ। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক হানাহানি প্রায়শই চোখে পড়ছে। তবে তা নিঃসন্দেহে অন্যান্যবারের নির্বাচনের থেকে কম।

অন্যদিকে লোকসভার নির্বাচন হলেও জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উত্তরণ ঘটানোর জন্য কোনও রাজনৈতিক দল কি ভাবছে, তা নিয়ে কোনও আলোচনা শোনা যাচ্ছে না। বেশিরভাগ সময় এক অপরের দুর্নীতি নিয়ে কুৎসা করেই চলেছেন। একবছর আগে কাশ্মীর থেকে সারদা গ্রুপ অফ কোম্পানিজ–এর কর্ণধার সুদীপ্ত সেন গ্রেফতার হওয়ার পর নির্বাচনের দু'দিন আগে এই রাজ্যে তদন্ত করতে এসেছে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন 'এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট'। নির্বাচনের শেষপর্ব যতই এগিয়ে আসছে ততই বিরোধী পক্ষ সারদা কাণ্ডে সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত, এই মর্মে ব্যাপক তোলপাড় করতে শুরু করে দিয়েছে। অন্যদিকে অভিযুক্তরাও পাল্টা আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে। বলাবাহুল্য, দেশের উন্নয়ন কীভাবে হবে, কীভাবে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব তা নিয়ে কেউ টুঁ শব্দ করছেন না।

অনেক সাংসদ তাঁর কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ টাকা খরচ করতে পারেন না। পাশাপাশি তাঁদের ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণ ক্রমশই স্ফীত হয়ে উঠছে। ৫ বছরে তাঁদের অনেকের আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ–ত্রিগুণ বৃদ্ধি পায়।

স্বাধীনতার ৬৬ বছর পর বাজার আজও দেশের অনেক জায়গায় ন্যূনতম পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়নি। আজও অনেক গ্রামে চিকিৎসার ন্যূনতম ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি। পশ্চিমবাংলার অনেক জায়গাই এখন আর্সেনিক কবলিত। অজস্র গ্রামের মানুষ আর্সেনিক কবলিত হয়ে যাওয়ার জন্য দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত। নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলেও অনেক গ্রামে আজও অনেক জায়গায় প্রাতকৃতঃ করার জায়গা তৈরি হয়নি। জিনিসপত্রের দাম আজ আকাশ ছোঁয়া। ১০০ টাকার আজ আর কোনও মূল্য নেই। বাজারে নিয়ে গেলে ১০০ টাকার নোট খরচ করতে এক মুহূর্ত সময় লাগে না। সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থা ক্রমশ মধ্যবিত্ত এমনকী উচ্চবিত্তের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। পড়াশোনাও এখন যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য বিষয়।

অন্যদিকে নির্বাচনে যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাঁদের অনেকেই কোটি কোটি পতি। প্রশ্ন উঠতেই পারে, একজন মানুষ সারা জীবন কত টাকা রোজগার করতে পারেন! এদের মধ্যে অনেকে নির্বাচিত হয়ে সংসদে কি ভূমিকা পালন করবেন। অনেক সাংসদ তাঁর কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ টাকা খরচ করতে পারেন না। পাশাপাশি তাঁদের ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণ ক্রমশই স্ফীত হয়ে উঠছে। ৫ বছরে তাঁদের অনেকের আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ–ত্রিগুণ বৃদ্ধি পায়। বদলে যায় জীবনযাত্রার মান। অতীতে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালির বেড়ানোর জায়গা ছিল, মধুপুর কিংবা বেনারস। এখনকার রাজনীতিবিদেরা কথায় কথায় চলে যান পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের রমণীয় স্থানে। কোথা থেকে, কীভাবে তাঁরা এত টাকা আয় করেন! সম্ভবত প্রকৃতিও রুষ্ট হয়েছেন মানুষের এই ঔদ্ধত্বে, অসৎ হওয়ার জন্য। তাই আকাশের দিকে চাতকের মতো তাকিয়ে থাকলেও একফোঁটা জল পাওয়া যাচ্ছে না। কবে পাওয়া যাবে তাও কেউ বলতে পারছে না। এই অবস্থায় নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন গরম এবং বর্ষাকাল ছাড়া অন্য যে কোনও সময় নির্বাচনের আয়োজন করুন। তাহলে সাধারণ মানুষ তথা রাজনীতিবিদ সবাই বাঁচবেন।

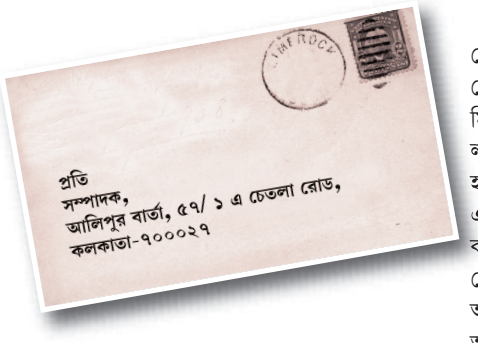

লঞ্চ পারাপারের সমস্যা

কলকাতা শহর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বহু স্থানে হুগলি নদীতে লঞ্চ পারাপার হল দুটি ব্যস্ততম অঞ্চলের মানুষের যাতায়াতের একমাত্র উপায় নিত্যযাত্রীদের কাছে। দুই অঞ্চলের ব্যবসা–বাণিজ্য নির্ভর করে এই লঞ্চ পরিষেবার উপরে। এর মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড হারবার থেকে হলদিয়ার কুঁকরাহাটি, নৈহাটি থেকে চুঁচুড়া, পানিহাটি থেকে কোন্নগর, চন্দননগর ঘাট ও শ্যামনগরের নিকটবর্তী ঘাট প্রভৃতি। কিন্তু বহু অঞ্চলে লঞ্চ পারাপারে দেখা যায় ব্যাপক অরাজকতা চলছে। সম্প্রতি নৈহাটি থেকে চুঁচুড়া পার হতে গিয়ে দেখলাম অতিরিক্ত পাঁচ মিনিট সময় বেশি লাগছে। কোনও অজ্ঞাত কারণে লঞ্চগুলি মাঝ নদীতে পৌঁছনোর পর গতি কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এনিয়ে প্রতিবাদ করে কোনও লাভ হল না। এমনকী রাত ৮টার পর মাঝে মধ্যে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হয় লঞ্চের জন্য। শুনলাম মেরামতির অজুহাত দেখিয়ে বহু লঞ্চ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে লঞ্চে অত্যাধিক ভিড় হচ্ছে, যা বিপদজনক। এই প্রবণতা অন্যান্য লঞ্চ ঘাটেও দেখা যায়। বেশ কিছু নিত্যযাত্রী লঞ্চের ডেকে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন যে তার ফলে লঞ্চ চালাতে সারেঙের অসুবিধা হয়। ছুটির দিনগুলিতে অনেক সময় লঞ্চের সময় সরণীর কোনও ঠিক থাকে না। হাওড়া–শোভাবাজার ফেরি সার্ভিসে রাতের দিকে শেষ লঞ্চ ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত টিকিট কাউন্টার খোলা থাকে না। যাঁরা নিত্যযাত্রী তাঁরা টিকিট কাউন্টার থেকে কুপন বই সংগ্রহ করে রাখেন। কিন্তু সাধারণ যাত্রীরা কি করবেন?

তমাল চক্রবর্তী
মধ্যমগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা।

আপনিই রিপোর্টার

পাঠকেরা আপনাদের অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা, সামাজিক উন্নতি–অবনতির খবর ও উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানের কথা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবর আমাদের জানান। প্রয়োজনে আমাদের রিপোর্টার আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই অঞ্চল বা ওই সমস্যার ওপরে আলোকপাত করবেন। যোগাযোগ করুন – ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা– ২৭। ইমেলও করতে পারেন alipur_barta@yahoo.co.in, alipur-barta1966@gmail.com আমাদের ফেসবুকেও মেসেজ পাঠাতে পারেন।

রাজ্য রাজনীতি

রাজ্যে এখন চলছে খেউড় : মোদি–মমতা তরজা তুঙ্গে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা ছবি বিক্রি করে কত টাকা পেয়েছেন এবং কে সেই ছবি কিনেছেন, তা নিয়ে যে ভাষায় বিজেপি'র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদি প্রকাশ্য জনসভায় মৌখিকভাবে আক্রমণ করেছেন, তা এককথায় নজিরবিহীন আখ্যা দেওয়া যেতেই পারে। রবিবার হুগলীর শ্রীরামপুরে নরেন্দ্র মোদি'র জনসভায় এই আক্রমণের জবাবে সোমবার বিষয়টি 'ব্যক্তিগত আক্রমণ' অ্যাখ্যা দিয়ে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে বিজেপি'র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীকে। শ্রীরামপুরের জনসভায় মোদি বলেছেন, 'প্রথমে মমতার ছবি বিক্রি হত ৪ লক্ষ টাকায়। পরে তা বেড়ে হয় ৮ ও ১৫ লক্ষ টাকা। শেষ পর্যন্ত মমতা এত ভাল ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন যে, তা বিক্রি হয় ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকায়। প্রশ্ন উঠেছে এই ছবি কে কিনেছে? সবাই এই তথ্য জানতে আগ্রহী।

মোদির এই দোষারোপের প্রেক্ষিতে তৃণমূল ভবনে পাল্টা সাংবাদিক বৈঠক করেন মুকুল রায় ও অমিত মিত্র। মুকুল রায় বলেন, ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকায় ছবি কেনার অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। মোদি যে অভিযোগ করেছেন তা হয় প্রমাণ করুন না হলে নিঃশর্ত ক্ষমা চান। ওইদিন নবান্নে সাংবাদিকদের সামনে নরেন্দ্র মোদি'র উদ্দেশে বলেছেন, 'একজন চোর কী বলল, তার উত্তর দিতে হবে? আমার দলে এ–ধরনের উত্তর দেওয়ার জন্য পাঁচ হাজার নেতা আছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে আরও বলেছেন, 'আমি অনেক কিছুই জানি। আমি অনেক কিছুই জানি। এখন বলব না। পরে বলব। হাঁড়ি খুলে দিলে একটা ভাতও আর হাঁড়িতে থাকবে না।

মঙ্গলবার এ বিষয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন সিপিআই(এম) নেতা গৌতম দেব। তিনি প্রকাশ্যে বলেন, 'মমতার ডিএনএ গোলমাল অছে। তাঁর সবটাই মিথ্যে।' একইসঙ্গে গৌতমদেব অভিযোগ করেন, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির রাস্তায়) মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা এই তিন বছর সময়ের মধ্যে প্রায় ২০ কোটির টাকার সম্পত্তি কিনেছেন। একইদিনে অদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময় সুদীপ্ত সেন জানান, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা কোনও ছবি কেনেননি। কে কিনেছেন তাও জানেন না। শেষ খবর পাওয়া অবধি জানা গিয়েছে, রাজ্যের প্রাক্তন অবাসন মন্ত্রীকে বিধাননগর (দক্ষিণ) থানার পুলিশ একটি পুরনো মামলার সূত্রে দেখা করতে বলেছে। কিন্তু গৌতম দেব আপাতত ব্যস্ত আছেন বলে দেখা করেননি।

হাজতে থেকেও সাংবাদিক সম্মেলন করা যায়

ভোটের মুখে সারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে আদালতের মদ্যে সরাসরি তোপ দাগলেন ধৃত তৃণমূল সাংসদ কুণাল ঘোষ। মঙ্গলবার ২৯ এপ্রিল বিধাননগর আদালতের বাইরে পুলিশের সঙ্গে তিনি ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি সেখানে উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলেন, 'যাঁরা সুদীপ্ত সেনকে চিনতেন, যাঁরা সুদীপ্ত সেনের মিডিয়ার সুবিধা নিতেন, এই মুখ্যমন্ত্রী, এই সরকার, এই পুলিশ তাঁদের আড়াল করছে। সমস্ত তথ্য প্রমাণ নষ্ট করছে। তিনি সরাসরি তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী, মুকুল লায়, রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী মদন মিত্র ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুরজিৎ কর পুরকায়স্থের বিরুদ্ধে। প্রশ্ন উঠেছে, হাজতবাস করার সময় কি এই ধরনের কথা সংবাদমাধ্যমকে বলা যায়? কুণাল ঘোষ এদিন আরও বলেন, 'সিবিআই, ইন্টারপোল তো সব বড় বড় কথা। সৎ সাহস থাকলে দলের মধ্যে তদন্ত কমিশন গড়ুন।' রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী মদন মিত্র সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ওঁকে তো অনেক আগেই ডাকা উচিত ছিল। ওঁকে গার্ড করে রাখা হয়েছে।' পক্ষান্তরে তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'যাঁরা সুযোগসুবিধা নিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী বা সরকার তাদের আড়াল করতে চান না বলেই কুণাল ঘোষকে হাজতবাস করতে হচ্ছে। সিপিআই(এম), কংগ্রেস, বিজেপি সকলে মিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়ে কালি ছেটানোর চেষ্টা করছে। সেই দলে নাম লিখিয়েছেন কুণাল ঘোষ। এটা দুঃখের, পরিতাপের বিষয়।' সারদা কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে গত বছর নভেম্বর মাসে রাজ্যসভার সাংসদ কুণাল ঘোষকে গ্রেফতার করে সল্টলেক পুলিশ। হাজতবাসে থাকার সময়েই তিনি গোপন জবানবন্দি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরে তিনি জানান, তাঁকে আর কোনও মামলায় জড়ানো হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তাই তিনি জবানবন্দি দেননি।

হায়দরাবাদ থেকে ধৃত নেতাই কাণ্ডের অভিযুক্তরা

গত তিন বছর ধরে নেতাই কাণ্ডের দায়িত্বে রয়েছে সিবিআই। কিন্তু মূল অভিযুক্তদের কাউকে তারা গ্রেফতার করতে পারেনি। কিন্তু নেতাই গণ হতাকাণ্ডের সেই অভিযুক্তদের হাযদরাবাদ থেকে গ্রেফতার করে আনে রাজ্যের সিআইডি। ধৃত সিপিআই(এম) নেতারা হায়দরাবাদে দলের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য দফতর এম.বি. ভবনে ঘটনার পর থেকেই আত্মগোপন করেছিলেন বলে সি.আই.ডি. সূত্রে জানা গিয়েছে। সিআইডি–র স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে ভারতী ঘোষ দায়িত্ব নেওয়ার ১৯ দিনের মাথায় ডালিম পাণ্ডে ও রবীন দণ্ডপাটসহ নেতাই কাণ্ডে অভিযুক্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হন। গ্রেফতার হওয়া আরও ৩ জন অভিযুক্তরা হলেন, অনুজ পাণ্ডে, ফুল্লরা মণ্ডল ও চণ্ডী করণ। এই বিষয়ে এক নির্বাচনী সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১১ সাল থেকে সিবিআই এদের গ্রেফতার করেনি কেন? ইচ্ছে করে না অন্য কিছু। শুনেছি, অন্ধ্রপ্রদেশে সিপিআই(এম)–এর পার্টি অফিসে নাকি এরা লুকিয়ে ছিল। দেখুন তদন্তে আর কী কী বেরিয়ে আসে।' প্রসঙ্গত, ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি নেতাই গণহত্যার ১৫ দিন পরে এই তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছিল সিবিআই। তদন্ত করে ১২ জনকে গ্রেফতার করে ২০ জনকে অভিযুক্ত দেখিয়ে ২০১১ সালের ৪ এপ্রিল সিবিআই আদালতে চার্জশিট পেশ করে। কিন্তু মূল অভিযুক্তরা অধরাই থেকে যায়।

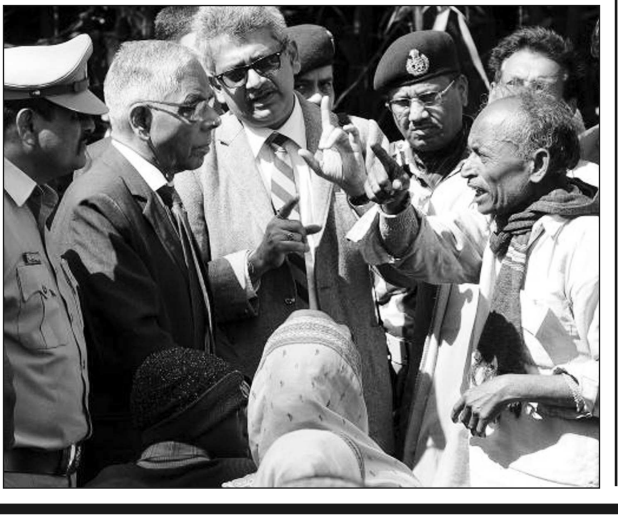

রেলমন্ত্রককে বাঁচানোর দায়িত্ব নিয়েছিঃ অধীর চৌধুরী

ছবিঃ অভিমন্যু দাস

সিপিআই এবং তৃণমূল কংগ্রেস – দুটি সরকারের আমলেই আমার পিছনে বারবার পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ এখনও একটি অভিযোগও প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। একসময় আন্ডার গ্রাউন্ডে থেকে, জনগণের উদ্দেশে ক্যাসেট চালিয়ে আমায় নির্বাচন পরিচালনা করতে হয়েছে। মঙ্গলবার ২৯ এপ্রিল, ২০১৪ ক্যালকাটা জার্নালিস্টস ক্লাব আয়োজিত 'মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে এই অভিযোগ আনেন পশ্চিমঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী।

সেদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি চোখা চোখা প্রশ্ন করা হয়। শ্রী চৌধুরী বলেন, তিনি রেলদফতরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন, মন্ত্রককে বাঁচানোর। তাই দায়িত্ব নেওয়ার পর রেল দফতরের যে কোনও অনুষ্ঠানের জন্য সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রেল প্রকল্প সম্পর্কে আগে যেসব ঘোষণা করা হয়েছিল, বাস্তবে তার অনেকগুলিই রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। তার কারণ হল, প্রত্যেকটি প্রকল্পই ঘোষণা করা হয়েছিল পিপিপি অর্থাৎ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলে। ঘটনাচক্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউই এই প্রকল্পগুলি রূপায়িত করার জন্য এগিয়ে আসেননি। সারদাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে তিনি জানান, ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছবি বিক্রি হয়েছে এবিষয়ে যাবতীয় তথ্য তাঁর কাছে আছে। তদন্ত হলে সব তথ্যই তিনি পেশ করবেন।

বিজেপি যে এদেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, সে বিষয়েও বিশেষভাবে সতর্ক করে দেন অধীর চৌধুরী। তিনি বলেন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসই একমাত্র এদেশের ভারসাম্য যথাযথভাবে রাখতে পারে। এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের সভাপতি হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় এবং সংযোজনার দায়িত্বে ছিলেন সাধারণ সম্পাদক প্রান্তিক সেন।

সীমানা ছাড়িয়ে

রডোডেনড্রনের দেশ মুক্তি নদীর পাড়ে

লালমোহন গায়েন

বর্ষা থেকে নাকি নাম হয়েছে বার্সে। পাহাড়ি পথে যাঁরা ফুলে ফুলে ভরা উপত্যকা দেখতে ভালবাসেন আর অর্কিডের গুণগ্রাহী এই গরমে তাঁদের প্রকৃত স্বর্গ বাংলার সিকিম সীমান্তে এই বার্সে। উঁচু–নীচু পাহাড়ি পথে চলতে চলতে দু'চোখ ভরে দেখুন রডোডেনড্রন, ম্যাগনোলিয়া, হেমলক আর হাজারো প্রজাতির অর্কিড। এই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে জুন মাস অবধি এ শুধু ফুলের উপত্যকা। প্রকৃতিবিদরা বলেন প্রায় ৪ হাজার প্রজাতির ফুল নাকি রয়েছে এই উপত্যকায়। শিলিগুড়ির এনজিপি স্টেশন বা নর্থবেঙ্গল বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে আসুন সিকিম বাসস্ট্যান্ডে। বড় দল থাকলে ট্রেকার ভাড়া করে নিতে পারবেন। অল্প দু–চারজন থাকলে শেয়ারে ট্রেকারে যেতে হবে ওক্রে'র দিকে। ভোরে যাত্রা শুরু করলে দুপুর বেলায় পৌঁছাবেন জোরথাং। এখান থেকে গ্যাংটক–পেলিং সবদিকে যাওয়ার রাস্তা আছে। এখানে থাকতে চাইলে হোটেলও পাবেন। না হলে সোজা ট্রেকারেই পৌঁছন সোমবারিয়া। এখানে ছোট ছোট বাংলো ও কটেজ পাবেন থাকার জন্য। ছোট্ট জঙ্গল, মন্দির, ফুলে ভরা বাগানময় এই গ্রামে একটা দিন থাকলে ভালই লাগবে। পরের দিন চলে যেতে পারেন ওক্রে। পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে পাবেন কটেজ। থাকার আধুনিক সবরকম সুযোগ–সুবিধা অথচ মনে হবে সভ্যতা থেকে কয়েকদিনের নিশ্চিত নির্বাসনে এসেছেন। চেরি ক্ষেতে পাবেন টাটকা চেরি। এখানকার কৃষকরা বলেন, নানান ধরনের সবজি এখানে ফলানো হয় অথচ কোনও সার বা কীটনাশকের ব্যবহার নাকি হয় না। বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্পের কাজও এখানে হয়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য খরগোশের লোমের গালিচাসহ বিভিন্ন পশমী দ্রব্য। রয়েছে সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন রূপে একাধিক প্যাগোডা। দুটি দিন এখানে থেকে এবার চলুন 'হিলে'র উদ্দেশে।

১০ হাজার ফুট উচ্চতার এই স্থানটিতে আগে গাড়ি করে আসার সুব্যবস্থা ছিল না। সাধারণত ট্রেকাররাই এখানে আসতেন। যাদের পাহাড়ে ঘোরা অভ্যেস নেই তাঁদের কিন্তু গাড়িতে করে যেতে একটু ভয় লাগবে। একদিকে ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে সবুজ বলে ঘেরা পাহাড় অপরদিকে অতল খাদ। মাঝে মাঝেই ছোট ছোট পাহাড়ি ঝোড়া। যাকে আমরা বলি ঝর্ণা। তবে একটা কথা গাড়িতে করে এলে কিন্তু হেঁটে আসার স্বর্গীয় সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় না। দুর্গম অঞ্চলে যাঁরা ট্রেকিং করতে চান তাঁরা ঘাঁটি গাড়েন এই হিলেতেই। কারণ, এরপরে দুর্গম বনাঞ্চলে আর কোনও কিছু পাওয়া যায় না। অধিকাংশ পাহাড়েই দেখতে পাবেন গাঢ় লাল রঙের রডোডেনড্রন। কিন্তু এখানে সাদা–গোলাপী আরও নানা রঙের এই ফুল দেখতে পাবেন। বিশেষ করে এই মে–জুন মাসে পথের প্রতিটি বাঁকেই রঙিন দৃশ্যের পরিবর্তন মনকে ভরিয়ে দেয়। তবে এরপরে যদি বার্সে যেতে চান তবে কিন্তু ট্রেক করতে হবে। এখানে আর গাড়ি পাবেন না। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা সময় লাগে হিলে থেকে বার্সে আস্তে। বার্সে থেকে যেতে পারেন ডেনথাম।এই রাস্তায় চড়াই নেই। প্রায় পুরোটাই উৎরাই। একটা ব্যাপার কিন্তু সাবধান পথে ঝর্ণার জলে পিচ্ছিল পাথর থাকলে কিংবা নড়বড়ে পাথরে পা দিলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ডেনথাম থেকে গাড়ি পাবেন উত্তরদিকে রিচিংপং–এ আসার। সেখান থেকে জোরথাং হয়ে ফিরে আসুন শিলিগুড়ি।

সুলতানখোলার সেই ব্রিজ

সামসিং থেকে সুলতানখোলা

ডুয়ার্স অঞ্চলের নতুন আবিষ্কার এই সামসিং–সুলতানখোলা। শিয়ালদহ থেকে এনজেপি বা কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ধরে নামতে পারেন নিউমাল জংশনে। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে যেতে হবে সামসিং। প্রথমেই পড়বে চালসা আর মাল বাজার। সেখান থেকে দু'পাশের সবুজ অরণ্যের বুক চিড়ে যাওয়া রাস্তা ধরে একসময় পৌঁছবেন সামসিং। সেখান থেকে আর দু–কিলোমিটার গেলেই মুক্তি নদীর তীরে রকি আইল্যান্ড। কমলালেবু বাগানের মধ্যে ছোট ছোট তাঁবুতে রাত কাটানো এক নতুন অভিজ্ঞতা। প্রায় ২৫০০ ফুট উচ্চতায় একদিকে মুক্তি নদী অপরদিকে সবুজ অরন্যে পাহাড়ে আর কমলালেবু বাগানে ঘেরা রকি আইল্যান্ড। পায়ের নীচে অজস্র নুড়ি পাথরের উপরদিয়ে হাঁটাচলা করতে হবে। ভোরে উঠে বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ইচ্ছে হলে স্নান সারতে পারেন মুক্তি নদীতে। দু'দিন এখানে থেকে সামসিং–এর পথে সাত কিলোমিটার গিয়ে নেওড়া ব্রিজ দেখে আবার সামসিং–এ ফিরে আসুন ৪ কিলোমিটার দূরের সুলতানখোলায়। শাল–সেগুন–ন্যাসপাতির বাগানে ভরা সুলতানখোলায় প্রবেশ করতে হবে ঝুলন্ত কাঠের ব্রিজে দুলতে দুলতে। থাকার জন্য একটি মাত্র রিসর্টই আছে, যা পরিচালনা করে বন দফতর। কয়েকদিন এখানে থেকে কিছুদূরে রামতেডারা ও বাঘেডারাতে ঘুরে আসতে পারেন। যাঁরা একবার সুলতানখোলায় গিয়েছেন তাঁরা কিন্তু বলেন, এখানে যে ক–দিন থাকবেন প্রত্যেকদিনই জীবনকে মনে হবে নতুন। অজস্র ফুলে ফলে ভরা বনানির মাঝে ময়না আর নীলকণ্ঠ পাখির ডাক শুনতে শুনতে যদি এক সপ্তাহ থাকেন এতটুকু বিরক্তি লাগবে না ছুটি কাটানোর দিনগুলি।

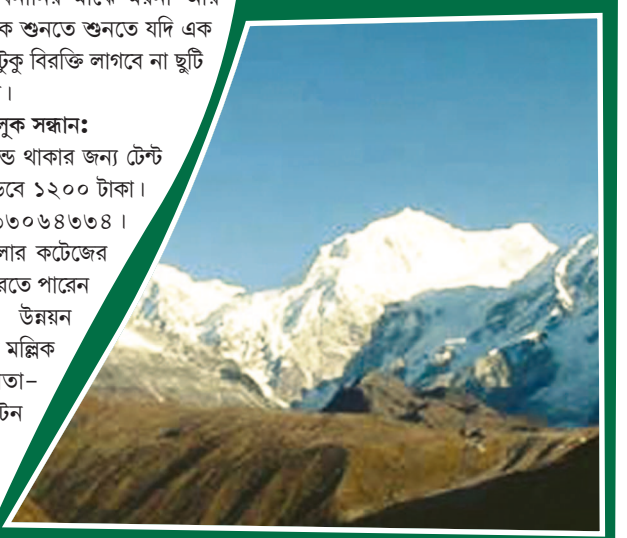

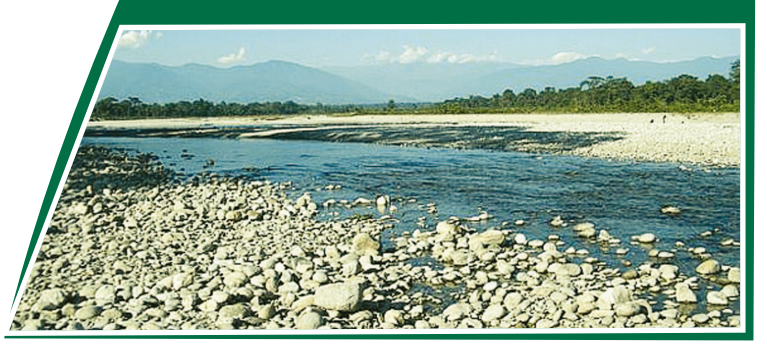

সুলুক সন্ধান:

রকি আইল্যান্ডে থাকার জন্য টেন্ট কটেজের ভাড়া পড়বে ১২০০ টাকা। যোগাযোগ–৯৭৩৩০৬৪৩৩৪। আর সুলতান খোলার কটেজের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম, ৬এ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা–১৩, ওয়েলিংটন মোড়ের কাছে।

শরীরনিয়েকথা

মহামারী হতে পারে আর্সেনিক থেকে হওয়া ক্যান্সার

ভাগীরথী–হুগলি নদীর পাড়ে ছড়াচ্ছে আর্সেনিক

আর্সেনিক সংক্রান্ত সাম্প্রতিক প্রতিবেদন ও ব্রেক থ্রু সায়েন্স সোসাইটির গবেষণা লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান সঞ্জয় সরকারের।

আর্সেনিক হল একধরনের ধাতুকল্প। ধাতু এবং অধাতু উভয়ের ধর্মই এই শ্রেণির মৌলগুলিতে দেখা যায়। যা নানা অর্গানিক পদার্থের মধ্যে, সামুদ্রিক প্রাণী এবং ভূ–পৃষ্ঠের ভূ–স্তরের মাটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। আর্সেনিক কোনও যৌগ থেকে নিজের শ্রেণির অন্য মৌলের পরমাণু (নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদি) প্রতিস্থাপন করতে পারে। এই ধর্মের জন্য শরীরে আর্সেনিক প্রবিষ্ট হলে তা আমাদের শরীরের কিছু প্রয়োজনীয় ফসফরাস যৌগ (যেমন মনোস্যাকারাইড ফসফেট, অ্যাজিনা ট্রাই ফসফেট ইত্যাদি) থেকে ফসফেট গ্রুপ প্রতিস্থাপিত করে দেয়। আর্সেনিক বিষক্রিয়ার এটি হল প্রধান রাসায়নিক ভিত্তি।

জলের কোন স্তরে থাকে

সাধারণত মাটির প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে আর্সেনিক থাকে না। তৃতীয়স্তরে আর্সেনিকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। মাটির ৫০–১৫০ ফিট স্তরের মধ্যে আর্সেনিক বেশি মাত্রায় থাকে। আগে আমাদের ধারণা ছিল মাটির যত গভীরে প্রবেশ করা যাবে ততই আর্সেনিক মুক্ত জল পাওয়া যাবে, কিন্তু আজকে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে ৪০০ ফিট নিচের স্তরের জলেও আর্সেনিক আছে।

কীভাবে জলে প্রবেশ করে?

পশ্চিমী দেশের সঙ্গে আমাদের এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণের তিনটি উৎস বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন – ১) কৃষিতে ব্যবহৃত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার, ২) রাসায়নিক শিল্পকেন্দ্র থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থ ও ৩) ভূতাত্ত্বিক।

পশ্চিমবাংলার যে সব জেলায় আর্সেনিক দূষণের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তাদের পাশাপাশি অন্যান্য জেলাতেও রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যাপকভাবেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে অন্তত এই উৎসটিকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি। দ্বিতীয়ত, কিছু কিছু কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থ থেকেও আর্সেনিক দূষণ হতে পারে।

কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি স্থানীয়ভাবে অর্থাৎ যেখানে এই ধরনের কারখানা রয়েছে শুধুমাত্র তার আশেপাশেই ঘটতে পারে। পশ্চিমবাংলার আর্সেনিক দূষণের মানচিত্র থেকে তাই এই উৎসটিকেও বাদ দেওয়া যেতে পারে। এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে পশ্চিমবংলা ও বাংলাদেশের আর্সেনিক দূষণের কারণটি হল ভূতাত্ত্বিক। বিশেষজ্ঞরা সকলেই অনুমান করেন যে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের গাঙ্গেয় ব–দ্বীপে ব্যাপক পরিমাণ আর্সেনিক থাকার জন্যই এই অঞ্চলে প্রকোপ বেশি।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্টভবে বোঝা দরকার। মানুষ সৃষ্ট আর্সেনিক দূষণ ভূপৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভ উভয়প্রকার জলের ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে, কিন্তু এতে ভূপৃষ্ঠ জল দূষিত হ্যয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর ভূতাত্ত্বিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় যে আর্সেনিক দূষণ ঘটে তাতে ভূগর্ভস্থ জলই প্রধানত আক্রান্ত হয়। ভূপৃষ্ঠ জল যেহেতু ভূত্বকের একেবারে উপরিভাগে থাকে এবং তা কোনও না কোনও ভাবে প্রবাহিত হয়, এতে আর্সেনিক যৌগ থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ভূগর্ভ জল যেহেতু মাটির নিচে সাধারণত দুটি শক্ত পরিস্তরের মাঝখানে সঞ্চিত থাকে তার ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন ওঠেই না। দ্বিতীয়ত, মাটির উপর দিক থেকে নানা উৎস থেকে আগত জল যখন চুঁইয়ে চুঁইয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে তখন সেই জলে অন্যান্য কঠিন দ্রাব্য পদার্থের সঙ্গে মাটিতে থাকলে, আর্সেনিক যৌগও দ্রবীভূত হয়ে নিচের জলগহ্বরগুলিতে চলে যায়। তৃতীয়ত, জলগহ্বরের মধ্যে সঞ্চিত জলের উপরিতল যত নিচে থাকবে তার ওপরের অংশে তত বেশি পরিমাণে বায়ু থাকবে। এই বায়ুর অক্সিজেন কাছাকাছি অবস্থিত আরও আর্সেনাইট যৌগকে আর্সেনেট যৌগে এবং অন্যান্য অদ্রাব্য আর্সেনিকযুক্ত আকরিককে দ্রাব্য যৌগে জারিত করতে থাকবে। পরের ধাপে আসা জলে এই যৌগগুলি আবার দ্রবীভূত হয়ে নিচে জমা হবে। চতুর্থত, আর্সেনিক বলয়ে যত গভীর নলকূপ খনন করা হবে আর্সেনিক তত নিচের দিকে নামতে থাকবে। আবার যত ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহৃত হবে তত নিচের জল গহ্বরগুলিতে জলপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়ে আর্সেনিক ছড়িয়ে পড়বে অর্থাৎ ভূগর্ভ জলের ব্যবহার যত বাড়বে আর্সেনিক দূষণও নিচের দিকে ও পাশের দিকে ততই ছড়াতে থাকবে।

এই বিষয়টি ঠিকমতো বুঝতে পারলে সহজেই বোঝা যাবে ভূতাত্ত্বিক কারণটি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আজ থেকে ৩০ বছর আগে আর্সেনিক দূষণের এই ভয়াবহ বিপদ দেখা দেয়নি কেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে দেশি বীজ ধানের পরিবর্তে যে বিদেশি উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার শুরু হল এবং জমিতে একবারের বদলে দু'বার বা তিনবার করে ধান চাষ শুরু হল তাতে প্রয়োজন হল প্রচুর জল। জেলায় জেলায় গভীর এবং অগভীর নলকূপ খনন করা শুরু হল সেচ ও পানীয় জলের জন্য। স্বভাবতই শুখা মরশুমে প্রচুর পরিমাণ ভূগর্ভের জল টেনে নেওয়ার ফলে প্রাকৃতিক আর্সেনিক দূষণ চক্রটি সক্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

দীর্ঘদিন ধরে জল তোলার ফলে ভূ–গহ্বর শুকিয়ে যায়, সেখানে একটা ডি–হাইড্রেশন সৃষ্টি হয়। এই ভূ–স্তরের মধ্যে পাইরাইট থাকে যা অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। এই পাইরাইটের মধ্যে ইনকিউরিটি রূপে আর্সেনিক থাকে। এই আর্সেনিক জলের সঙ্গে মিশে যায়। তখনই তাকে আর্সেনিক দুষ্ট জল বলা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, জলে লিটার প্রতি ১০ মাইক্রোগ্রামের বেশি আর্সেনিকের উপস্থিতি আশঙ্কার কারণ। লিটার প্রতি ৫০ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত জল ব্যবহারের সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে ধরা হয়। তার বেশি থাকলে ক্ষতিকর।

আর্সেনিক শরীরে সাধারণত বৃক্ক, যকৃৎ, প্লীহা ইত্যাদিতে জমা হয় এবং খুব সামান্য পরিমাণে মল, মূত্র ও ঘামের সঙ্গে নির্গত হয়। এছাড়া কিছু আর্সেনিক হাত–পায়ের নখে ও মাথার চুলে জমা হয়। আর্সেনিক রক্ত সংবহনতন্ত্রের কাজে ব্যাঘাত ঘটায় যার ফলে অ্যানিমিয়া, লিউকোপেনিয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়, অস্থি–মজ্জায় পচন সৃষ্টি করে।

এইভাবে নলকূপের জল আর্সেনিকমুক্ত করে ব্যবহার করা হয়

কোন জল ব্যবহার করা উচিত

নদী বা পুকুরের জল ব্যবহার করা সব চাইতে বেশি নিরাপদ। এই জল যদি জীবাণুমুক্ত করে খেতে পারলে কোন ভয় নেই। বাড়িতে যদি বৃষ্টির জলকে ধরে রেখে তাকে জীবণুমুক্ত করে খাওয়া যায় তাহলে কোনও ভয় থাকে না।

কোন কোন জেলা আক্রান্ত

পশ্চিমবঙ্গের মোট ৯টি জেলা আর্সেনিক আক্রান্ত। এই জেলাগুলি হল উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালদহ, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান এবং কলকাতা। কলকাতার মধ্যে দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর লেকগার্ডেন্স, কসবা বাইপাস, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, বাঁশদ্রোণী, আলিপুর, গড়িয়া এবং বেহালার কিছু অংশের জলে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। কলকাতা ছাড়া অন্য জেলাগুলির প্রায় ৭৪টি ব্লক কমবেশি আর্সেনিকের শিকার। মুর্শিদাবাদ ও মালদহ, নদীয়া অঞ্চলে এর প্রভাব একটু বেশিই লক্ষ্য করা গিয়েছে। হাওড়া জেলার জাগাছা অঞ্চলে সামান্য কিছু অংশের জলে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। ১৯৮৯ সালে রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগ নদীয়া জেলায় ৯টি গভীর নলকূপ (১৫০–৪৫০ ফুট) খনন করে। প্রথম কিছুদিন এইসব নলকূপের জল আর্সেনিকমুক্ত ছিল। কিন্তু ১৯৯২ সালে পরীক্ষায় ধরা পড়ল এইগুলিও আর্সেনিক আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। মালদহ জেলার যদুগোপাল জল সরবরাহ প্রকল্প–এর অন্তর্ভুক্ত একটি ৮০০ ফুট গভীর নলকূপ থেকে প্রতি বছর প্রায় ১৫০ কেজি আর্সেনিক অথবা ৫০৩ কেজি আর্সেনিক লবণ জলের সঙ্গে উঠে আসে। হুগলী ও বর্ধমানের অবস্থা ততটা ভয়াবহ নয়।

শরীরে আর্সেনিকের অস্তিত্ব বোঝার উপায়

একজন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক শরীরে হঠাৎ অল্প কিছুদিনের মধ্যে ভাব দেখা যায় তার সঙ্গে যদি হাতের নিচে এবং পায়ের নিচে গুটি দানা বেরোয় তাহলে বুঝতে হবে তার শরীর আর্সেনিক রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আর্সেনিকের কয়েকটি পর্যায় আছে – ১) প্রি–ক্লিনিক্যাল স্তর, ২) ক্লিনিক্যাল স্তর, ৩), আভ্যন্তরীণ উপসর্গ, ৪) ক্যান্সার স্তর।

সাধারণভাবে আর্সেনিক সংক্রমণের লক্ষণ রোগীর দেহে ফুটে উঠতে বহু সময় লাগে গড়ে ১৫–২০ বছর। ফলে আর্সেনিকযুক্ত শিশুদের শরীরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনও বাহ্যিক লক্ষণ ফুটে ওঠে না। বয়স্কদের ক্ষেত্রেও এর লক্ষণগুলিকে অন্যরোগের লক্ষণ হিসেবে ভুল করতে অসুবিধে হয় না।

এরপর আগামী সংখ্যায়

সারদার আঁচে আজ বদলার বাংলা

একের পাতার পর

একবছরে সিট সারদা তদন্তে নামলেও অনেক রাঘববোয়ালকে নিরাপত্তা দিয়েছেন এমন অভিযোগ উঠেছে। বাস্তবক্ষেত্রে সারদার মোট কতটাকা কতজমি ইত্যাদি নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। কুণাল ঘোষ এতদিন মমতার প্রতি নরম থাকলেও এখন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে। প্রশ্ন উঠতেই পারে সিট–এর তদন্ত কি একপেশে ছিল কিংবা তদন্ত কমিশন কি শুধুমাত্র চিটফান্ডের বিনিয়োগকারীদের জন্যই। সারদা গার্ডেন সহ বহু সারদা প্রোজেক্টে যাঁরা কষ্টার্জিত পয়সায় জমি কিনেছিলেন, ফ্ল্যাট কিনেছিলেন তাঁদের অবস্থা সিট বা কমিশন কেউই ভাবছেন না। আগামী দিনে সারদার জমি নিয়ে বড় কোনও দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসবে না তো! কারণ, রাজনৈতিক ছত্রছায়াতেই বেড়ে ওঠে জমি–বাড়ির দালালরা। লাল থেকে সবুজ কিংবা সবুজ থেকে দ্রুত লাল হতে যাঁদের বিন্দুমাত্র সময় লাগে না তাঁরাই আজ মমতার বাংলা বাহিনীর অগ্রগণ্য কর্ণধার। ভাষা সন্ত্রাস ছোঁয়াচে রোগের মতো গ্রাস করছে বাংলার সংস্কৃতিকে। তৃণমূলের সুপ্রিম কমান্ডারকে আরও বেশি ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এগোতে হবে, নইলে ভোট পরবর্তী অধ্যায়ে বদলার বাংলায় বিকল্প শক্তির উত্থান হবে।

পৌরপ্রধানের অঞ্চলেই বসতি এলাকায় কারখানার নামে জতুগৃহ

মাত্র এক সপ্তাহ আগেই এই অঞ্চলের একটি প্লাসটিক কোম্পানিতে আগুন লাগে। সম্পূর্ণ বসতি এলাকা হওয়ায় ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যায় দমকল দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনায়। অঞ্চলের শিল্পপ্রকল্পগুলির বিরুদ্ধে উঠে আসছে নানা অনিয়মের অভিযোগ। প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার ভান করছে প্রশাসনও।

শেখ নাভিদ নওয়াজ ● মহেশতলা

ছোট্ট অঞ্চলে পাশাপাশি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে একের পর এক কোম্পানি যেগুলি প্লাস্টিক প্লাইউড, ট্রান্সফরমারের অংশ নির্মাণের দাহ্যবস্তুতে পূর্ণ। অথচ নেই কোনও প্রকারের অগ্নি নির্বাপণের ও যথাযথ ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে জতুগৃহের চেহারা হয়ে রয়েছে মহেশতলা পুরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডের জলকল শ্রীমা প্রজেক্টের এলাকা, যার কাউন্সিলার খোদ পৌরপ্রধান দুলাল দাস ওরফে কলকাতা পুরসভার মেয়র শোভন চ্যাটার্জির শ্বশুরমহাশয়।

গত রবিবার ২৭ এপ্রিল সকাল ১১.৩০ নাগাদ এখানেই বেআইনিভাবে নির্মীয়মান সেড থেকে ঘটে যায় দুর্ঘটনা। সেড তৈরির আগুনের ফুলকি ছিটকে গিয়ে পড়ে পাশের প্লাস্টিক কোম্পানিতে। সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানিটিতে আগুন ধরে যায় কালো বিষাক্ত ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারিদিক, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। প্রায় তিন ঘণ্টার পরিশ্রমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন ২১ জন দমকলকর্মী। বেহালা, বজবজ, আলিফনগর মোট তিনটি জায়গার দমকমকর্মীরা ঘটনাস্থলে এসেছিলেন। সময়মতো দমকল আসতে না পারলে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আরও বড় সড় বিপদ ঘটত বলে মনে করা হচ্ছে।

আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পরেই বেরিয়ে আসতে থাকে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। দুর্ঘটনাগ্রস্ত কোম্পানির কর্ণধার বলে পরিচিত সন্তোষ সাউ–এর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাঁর নামে নয়, তাঁর ছেলে উত্তম সাউ–এর নামে ট্রেড লাইসেন্স আছে। যদিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত আলিফনগর দমকল কেন্দ্রের স্টেশন অফিসার তপন কুমার দাস বলেন, 'কারখানার মালিক কোনওরকম লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। ভিতরে কোনওরকম অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থাও ছিল না।' বজবজের স্টেশন অফিসার এস মল্লিকের গলাতেও একই কথা শোনা গেল। তিনি জানান, 'কোম্পানিটি পুরোপুরি রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং।' দাহ্য পদার্থে ঠাসা হওয়া সত্ত্বেও কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেননি মালিকেরা। আগুন আরও বড় আকার নিতে পারত। বেহালার স্টেশন অফিসার সেখ সামসুদ্দিন ও এই কথার সমর্থন জানান।

রবিবার হওয়ায় কারখানাটি বন্ধই ছিল। সেই কারণে কোনও শ্রমিক হতাহত হননি। কারখানার মালিক উত্তম সাউ জানান, তাঁর কারখানাতে ৫ থেকে ৭ জন শ্রমিক কাজ করতেন। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ জন শ্রমিক ওখানে কাজ করতেন। শ্রীমা প্রজেক্টের কোম্পানিগুলি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে স্পষ্ট ক্ষোভ রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা সুমন মণ্ডল জানান, এখানকার কোম্পানিগুলি নিয়ে এলাকাবাসীর মনে ভয় রয়েছে। এত বড় কোম্পানিতে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা নেই। যে কোনও দিন বড়সড় বিপদ ঘটবে। আরেক বাসিন্দা সুবল দাস ক্ষোভের সঙ্গে জানান, এখানকার কারখানাগুলি প্রচুর দূষণ সৃষ্টি করে। এর নির্দিষ্ট ব্যবস্থা প্রয়োজন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মহিলা বলেই দিলেন, উপর দিয়ে বিদ্যুতের তার গেছে। আগুন যদি ছড়িয়ে পড়ত, তাহলে যে কী হত। আজকের পর থেকে সত্যিই নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি।

স্থানীয় কাউন্সিলার তথা পৌরপ্রধান দুলাল দাসের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'আমার পুরো ব্যাপারটা জানা নেই। আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকলের গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। নির্বাচনী প্রচারের কাজে একটু ব্যস্ত রয়েছি, ওয়ার্ড সচিব এ ব্যাপারে সব বলতে পারবেন। ওয়ার্ড সচিব অনুপম নস্করের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ওই অঞ্চলে বেআইনি সেড তৈরি হচ্ছিল তা থেকেই আগুন লাগে। আমরা আগামীকাল প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে কোম্পানি সিল করে দেব। মালিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হবে।

মজার ব্যাপার স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে জানা গেল, আগুন লাগা বেআইনি কারখানার মালিককে পুলিশ আটক করার নামে তুলে নিয়ে গেলেও, থানায় আর খোঁজ পাওয়া যায় না তার। বরং পরের দিন দেখা যায় মালিক ও কারখানা দুইই বহাল তবিয়তে রয়েছেন। অর্থাৎ দোষীদের মাথার ওপর বিশেষ মহলের আশীর্বাদ রয়েছে তা বোঝাই যাচ্ছে।

স্থানীয় পৌর প্রশাসন এ যাবৎ বিষয়গুলি সম্পর্কে অচেতন থাকলেও শ্রীমা প্রকল্পের ভিতরে চলমান বহু বেআইনি কারখানার জতুগৃহের এই কমপ্লেক্সের উদ্বোধনী শিলান্যাসে বড় বড় হরফে ২০১৩ সালের ৭ অক্টোবর খোদাই হয় উভয়ের উপস্থিতি।

রাজ্যে বেকায়দায় বিজেপি

একের পাতার পর

সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে, বৃহত্তর রাজনৈতিক সচেতনতার জন্যই ভাষা, ধর্মের ভিত্তিতে কখনই এ–রাজ্যে দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তথ্যভিজ্ঞ মহলের মতে, এখানেই ভুল করে ফেলেছেন নরেন্দ্র মোদি আর সেই সুযোগটা পেয়ে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গে নরেন্দ্র মোদি'র প্রভাব একেবারেই পড়েনি সেটা কেউ–ই বলতে পারবেন না। কিন্তু রূঢ় বাস্তব হল, এই মুহূর্তে রাজ্যে তাদের পাকাপোক্ত সংগঠন নেই। কিন্তু আবেগ আছে। পাশাপাশি একথাও সত্যি, রাজ্যে আর.এস.এস. নেতাকর্মীরা বিজেপি'র রাহুল সিনহাকে আদৌ পছন্দ করেন না। অতি সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া অঞ্চলে আর.এস.এস – বিজেপি' একটি যৌথসভা ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সভার আগে জানা যায়, সেখান রাহুল সিনহা উপস্থিত থাকবেন। এই খবর শোনার পর আর.এস.এস–এর কোনও নেতা–কর্মী সেই সভায় যোগ দেননি।

অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, যাদবপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর জন্য দল কোনও অর্থ সাহায্য না করায়, সরাসরি রাজ্য আর.এস.এস–এর পক্ষ থেকে তাদের জনৈক প্রবীণ কর্মীর মাধ্যমে অর্থ সাহায্য করা হয়। রাজ্যের বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে আর.এস.এস সরাসরি একই পদ্ধতিতে কাজ চালু রেখেছে। বিজেপি রাজ্যে, প্রধানত বাংলাদেশ থেকে ছিন্নমূল মানুষ, বিহারি, ওড়িয়া, মাড়োয়ারিদের তাদের 'টার্গেট অডিয়ান্স' হিসেবে নির্ধারণ করেছিল। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে তা বুমেরাং হয়ে যাচ্ছে। তাই প্রাথমিকভাবে নরেন্দ্র মোদি'র হাওয়া মূলত তৃণমূল কংগ্রেসকে কিছুটা বিব্রত করলেও অতি সম্প্রতি তার বিপরীত ছবি দেখা যাচ্ছে। একসময় মনে হয়েছিল, এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পাঁচ–ছটা আসন পেতে পারে। কিন্তু যতই ভোটের দিন এগিয়ে আসছে তা দৃশ্যত চোখে পড়ছে না। সিপিআই(এম), কংগ্রেস এবারের নির্বাচনে যখন প্রায় ওয়াকওভার দিয়ে বসে আছে, তখন সাধারণ মানুষজন মনে প্রাণে চাইছিলেন, বিজেপি শক্তিশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করুক। তখন কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। তাই নরেন্দ্র মোদি'র হটকারিতায় তৃণমূল কংগ্রেস যে যথেষ্ট পরিমাণে 'অ্যাডভানটেজ পজিশনে' রয়েছে তা অনেকেই অকপটে স্বীকার করছেন।

চুপচাপ পদ্মে ছাপ

একের পাতার পর

এরা মুখে মমতা ভজনা করছে তলে তলে সিপিএমকে অনুসরণ করছে। তা না হলে পরিবর্তনের ৩৪ মাস পরেও পাড়ায় পাড়ায় ভয় দেখানোর, ভয় পাওয়ানোর দল তৈরি হবে কেন? প্রোমোটারি–সিন্ডিকেট–মস্তানরাজ ফুলে ফেঁপে ওঠা। যে পথ ধরে সিপিএম ক্রমশ ক্ষোভ পুঞ্জীভূত করেছে, সেই পথেই মমতাকে ডোবাতে তৈরি মমতাপন্থীরা। এবার মমতার বড় পরীক্ষা। নির্বাচন হয়ে গেলেই দলের দিকে নজর দিন, মুক্তির স্বাদ পাওয়া মানুষ কিন্তু অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে। তাই যত বড় নেতাই হোন না কেন দলের স্বার্থে তাকে ছেঁটে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

দল যখন একনেত্রী সর্বস্ব তখন তাঁকেই মাঠে নামতে হবে। গ্রাম, পাড়া, মহল্লার জনগণ কি ভাবছে তা সরাসরি জানতে হবে নেত্রীকে। তিলে তিলে ত্যাগ–তিতিক্ষাকে সম্বল করে যে সৌধ তিনি বানিয়েছেন তা ধ্বসে পড়ার আগে ঘুণ পোকাদের সরাতে হবে। মানুষের মন নদীর মতো। তা অন্য পথ নিতে সময় নেবে না। আর সামনে বিকল্পের ছাতছানি থাকলে তো কথাই নেই। বাংলা এখন সিঁদুর মেঘ দেখলেই ভয় পায়। বিশ্বাস করে একবার তারা ঠকেছে। আর নয়!

পথ দুর্ঘটনা মহেশতলায়

সুমন্ত ভৌমিক, মহেশতলা: ২৫ এপ্রিল মহেশতলা জয়েশ্রী'র কাছে মোল্লারগেট নিবাসী বিশ্বনাথ পাল (৩২) নামক এক যুবকের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল। বাস থেকে নামার সময় পড়ে গেলে ওই বাসের পিছনের চাকা তাঁর পেটের ওপর দিয়ে চলে যায় বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকা ওই যুবকের বাবাকে দেখে সে ও তাঁর মা বাড়ি ফিরেছিল। সেখান থেকে কর্মস্থলে যাবার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

সুন্দরবনে ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: সম্প্রতি হঠাৎ ঘূর্ণিঝড়ে এই অঞ্চলের অজস্র বাড়ি ভেঙে যায়। বহু ঘরের চাল উড়ে গিয়েছে। পড়ে গিয়েছে গাছপালা। ইলেকট্রিকপোল পড়ে যায়, ছিঁড়ে গিয়েছে বিদ্যুতের তারও। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাসন্তী থানার চড়াবিদ্যা, চুনাখালি, আশকাড়া, চাঁদাপাড়া, হরিণখালি এলাকা। ঝড়ের সঙ্গে শুরু হয় বৃষ্টিপাত। চুনাখালি, বুগলাখালি, চাঁদাপাড়া এলাকায় ৩০টি আদিবাসী পরিবারের ঘর পড়ে যায়। এছাড়া পুরো অঞ্চলেরই বোরো চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। অন্যদিকে গোসাবা ব্লকের কুমীর মারি, ছোট–মোল্লাখালি, রাধানগর, বাচুখালি, পাঠানকালি এলাকাগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত। গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর জানান, হঠাৎ এই ঝড়ের তাণ্ডবে এলাকা ব্যাপকভাব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মহানগরী

বৃষ্টির জল না ধরে রাখলে

আর্সেনিক ধ্বংস করবে কলকাতাকে

পরিবেশবিদ ও আর্সেনিক দূষণ গবেষক ডঃ দীপঙ্কর চক্রবর্তী' ও ড. ক্ষিতীশ সাহা'র সাক্ষাৎকার নিয়ে অভিমন্যু দাসের প্রতিবেদন।

প্রায় এক দশক আগেই রাজ্যের তৎকালীন জল সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী বিধানসভায় স্বীকার করেছিলেন কলকাতার কিছু কিছু অংশ ছাড়া ৯টি জেলার জলস্তরে আর্সেনিকের মাত্রা সহনশীলতার অনেক উপরে রয়েছে।

জলে যে আর্সেনিক আছে সেটা পরীক্ষা ছাড়া বোঝার কোনও উপায় নেই। যখন চামড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন ভিতরকে বেশ ক্ষয় করেছে। স্কুল অব এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজ কলকাতা শহর সহ পশ্চিমবঙ্গের যে যে জেলাগুলি আক্রান্ত তার প্রায় দেড় লক্ষ জলের নমুনা পরীক্ষা করেছে। এই সংস্থায় যে কোনও সাধারণ মানুষ বিনা খরচে জল পরীক্ষা করতে পারার সুবিধা পায়। রাজ্য সরকার জেলায় জেলায় কিছু জল পরীক্ষা কেন্দ্র খুলেছেন। তা প্রয়োজনের তুলনায় সংখ্যায় খুবই কম। কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের জলাশয়গুলি প্রতিনিয়ত বুজিয়ে বহুতল বাড়ি তৈরি হচ্ছে এবং এই বাড়িগুলিতে মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণে পানীয় জল শোষণ করে নেওয়া হচ্ছে। ফলে কলকাতা ও শহরতলীর নানা জায়গার জলস্তর বিপদজনকভাবে নেমে গিয়েছে। কলকাতার বেশকিছু জায়গায় জলের স্তর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নেমে গিয়েছে। প্রতিবছর যা বৃষ্টি হয় সেই জল ধারণ করার ক্ষমতা মহানগরী ক্রমশই হারিয়ে ফেলছে। কারণ মহানগরীর ভিতরে সেইরকম কোনও পুকুর বা জলাশয় খুব কমে গিয়েছে। যা আছে তারও সংস্কারের পরিমাণ প্রয়োজনের আনুপাতিক নয়। ফলে ভূ–পৃষ্ঠের উপরের জলকে ঠিকমতো সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না। এই জলকে ঠিকমতো সংরক্ষণ করা গেলে তা আবার মাটির নিচে পাঠালে জলস্তর এতটা নিচে নামবে না। এখন একটা প্রশ্ন অনেকের মনে আসতেই পারে যে সব অঞ্চলে টিউবওয়েলে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে সেখানকার মানুষ কি জল না খেয়ে বেঁচে থাকবে? আমাদের রাজ্যের ৯টি জেলার ৫১ শতাংশ নলকূপের জলে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। বাকি জেলার ৪৯ শতাংশ জল পানযোগ্য। যে টিউবওয়েলগুলি আর্সেনিক দুষ্ট নয় সেগুলির জল অনায়াসে পান করা যেতে পারে। কিন্তু এখানেও একটা সমস্যা হচ্ছে আজকে যে টিউবওয়েলগুলোকে ভাল বলে চিহ্নিত করছি কিছুদিন বাদে সেই টিউবওয়েলগুলিই আর্সেনিক আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। এই কারণে প্রতি ছ'মাস বাদে ওই আর্সেনিক যুক্ত টিউবওয়েলগুলো পুনরায় পরীক্ষা করা প্রয়োজন। গ্রামে পুকুর, নদী, খাল, বিল আছে। তার জলকে বিশুদ্ধ করে অনায়াসে পান করা যেতে পারে। তাতে আর্সেনিক থাকে না। তাতে ব্যাকটেরিয়া থাকে। যা থেকে পেটের অসুখ হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করার অনেক সহজ পথই বর্তমানে জানা আছে।

এবার কলকাতার কথায় আসা যাক। আর্সেনিকের প্রকোপ কলকাতার বুকেও ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। ১৯৯৩–২০০১ সাল পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অব এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজ দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া, টালিগঞ্জ, বাঁশদ্রোণী, যাদবপুর প্রভৃতি অঞ্চলের গভীর, অগভীর নলকূপের জল সমীক্ষা করে দেখেছে অগভীর নলকূপের আনুমানিক ৪৫ শতাংশ জলে আর্সেনিক রয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত মাত্রার উপর (১০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি লিটার), এবং গভীর নলকূপ প্রায় ১০ শতাংশ জলে আর্সেনিক রয়েছে হু–এর মাত্রার উপরে।

এসওইএস–এর সমীক্ষা অনুসারে কলকাতার যাদবপুর অঞ্চলে বেশ কয়েকটি পরিবারে আর্সেনিকের রুগী রয়েছে। বহু মানুষ না জেনে আর্সেনিক দুষ্ট জল পান এবং রান্নার কাজে ব্যবহার করছেন। বেশকিছু দিন আগে এক সমীক্ষায় লেক গার্ডেন্সের এক কলোনিতে পুরসভার একটি গভীর নলকূপের জলে আর্সেনিকের পরিমাণ ৩০৯ মাইক্রোগ্রাম প্রতি লিটারে পাওয়া গিয়েছিল। যাদবপুর, আলিপুর–সহ দক্ষিণ কলকাতার বেশকিছু গভীর–অগভীর নলকূপের জল পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে সেই অংশের নলকূপগুলির জল ধীরে ধীরে আর্সেনিক আক্রান্ত হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ পশ্চিমবঙ্গের যে প্রচুর জল সম্ভার রয়েছে (খাল–বিল–নদী–বৃষ্টি–পুকুর) তার সংরক্ষণ ও বন্টন। কলকাতা শহরের বাড়িগুলির ছাদে বৃষ্টির জল ঠিকমতো সংগ্রহ করতে পারলে যে জল জমা হবে তা দিয়ে বছরের ৫ মাস জলে যাবে ওই পরিবারের। এই ৫ মাস মাটির তলার জল তুলতে হবে না। এই শহরে যাদের নতুন করে বড় বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে তাদের প্ল্যানের ক্ষেত্রে যাতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকে সেটা দেখা হোক। সমস্ত বাড়িতেই এইরকম ভান্ডার চালু করার জন্য গৃহকর্তাদের উৎসাহিত করা হোক। যাঁরা এই ছাদের জল সংরক্ষণ করবেন তাঁদের একটা কর ছাড়ের সুযোগ দেওয়া হোক। সমস্ত পৃথিবীতে আজ বৃষ্টির জল সংরক্ষণের চেষ্টা চলছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি এমন একটা অবস্থায় এসেছে যে, আজ আমেরিকা বলছে এই শতকে তাঁরা টয়লেটের জল পরিশ্রুত করে তাকে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করবে।

যাঁরা নলকূপের জল ব্যবহার করে তাঁরা অবশ্যই পরীক্ষা করে ব্যবহার করুন। তবে যাঁরা টালা, ফলতা বা গার্ডেনরিচের জল ব্যবহার করেন তাঁদের আর্সেনিক নিয়ে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই।

নজিরবিহীন বয়কট বিরোধীদের

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা: দলীয় পুরপ্রতিনিধি তিন নম্বর বরো কমিটির সভাপতি রাজীব বিশ্বাস (রাজা), ৬৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি দীপু দাস, ৫৯ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি অধ্যাপক দেবাংশু রায় এবং ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি ঝুমা দাস এই বাম পুরপ্রতিনিধিদের ওপরে তৃণমূলী দুষ্কৃতী দ্বারা গত দু'বছর যাবৎ ধারাবাহিক আক্রমণের প্রতিবাদ স্বরূপ বাম পুরপ্রতিনিধিরা গত ২৪ এপ্রিলের পুর অধিবেশন বয়কট করলেন। পুরসভায় বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক অমল মিত্র বলেন, বামফ্রন্ট পৌরপ্রতিনিধিরা বারে বারে তৃণমূলী দুষ্কৃতী দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন। বাম পৌরপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এই তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করার দাবিতে মহানাগরিকের জবাবের দাবি পুর অধ্যক্ষ নাকচ করায় আমরা বামেরা অধিবেশন বয়কট করলাম। মুখ্য সচেতক শ্রী মিত্র আরও জানান, আজকের এই বয়কটের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলে, আজকে উপস্থিতি বাম পুরপ্রতিনিধিরা কেউই 'অধিবেশনে উপস্থিতি খাতায়' স্বাক্ষর করিনি ফলে অধিবেশন উপস্থিত থাকলে যে ২৫০ টাকা করে যাতায়াত ও

কলকাতা পুরসভা

অন্যান্য খরচ দেওয়া হয় তাও নেওয়ার প্রশ্নও ওঠে না এবং আজকের যে মধ্যাহ্নকালীন সামান্য আহারের ব্যবস্থা করা হয় তাও আমরা কেউ গ্রহণ করছি না। প্রসঙ্গত, পুরবিরোধী সদস্যদের এমন বয়কট স্মরণাতীতকালে এটাই প্রথম।

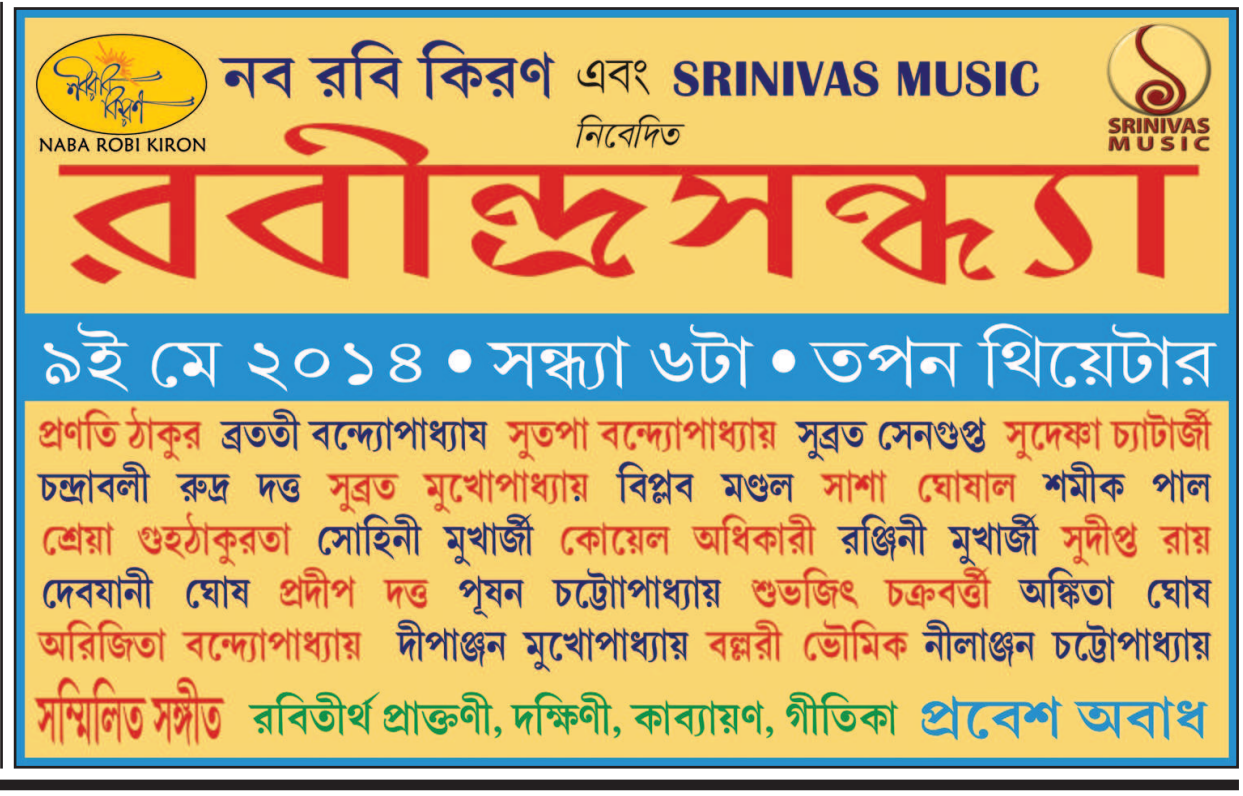

বিবেকানন্দ কলেজে চারদিন ব্যাপি আলোচনাচক্র ও স্থির চিত্র'র প্রদর্শনী

সুদীপ কুমার দাস, বেহালা

বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুরের উদ্যোগে কলেজ প্রাঙ্গণে ২৩–২৬ এপ্রিল আয়োজিত হল চারদিন ব্যাপি আলোচনা চক্র এবং স্থিরচিত্র প্রদর্শনী।

২৩ এপ্রিল ভিডিওগ্রাফি ও ফটো জার্নালিসম কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনাচক্রের উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বিপ্লব লৌহচৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। ছাত্রছাত্রীদের তোলা স্থিরচিত্রের প্রদর্শনী উদ্বোধনসহ পালিত হয় বিশ্ব পুস্তক দিবস।

২৪ এপ্রিল কলেজের কম্পিটেন্স বিল্ডিং সেল আয়োজিত আলোচনাচক্রের উপস্থিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক স্বপন মুখোপাধ্যায় তার মনোগ্রাহী বক্তব্যে সভার বিশেষ আকর্ষণ হয়ে ওঠেন। আর বক্তব্যেরর বিষয় ছিল লুই বেইল ও হেলেন কেলার–এর জীবন কাহিনী।

এই বিষয় তার নির্মিত তথ্যচিত্রর দেখানো হয়। ২৫ এপ্রিল চলচ্চিত্র বিদ্যা বিভাগ আয়োজিত আলোচনাচক্রের উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজি বোর্ড আব স্টাডিজ (ফিল্মস্টাডিজ)–এর চেয়ারম্যান ড. পার্থ রাহা।

২৫ এপ্রিল উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আলিপুর বার্তা পত্রিকার সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরী।

তিনি জানান, 'আমিও এই মহাবিদ্যালয়েরই স্মাতক স্তরের ছাত্র। কলেজের এ রূপ প্রভূত উন্নতিতে আমিও নিজেকে গর্বিত মনে করছি। প্রতিদিনই সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র–ছাত্রীদের সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে ল্যাবজার্নাল 'বিভার্ব' ও 'সংবাদ প্রতিধ্বনি' এর বিভিন্ন বিষয়ক সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ ড. তপন পোদ্দার জানান, 'সমগ্র অনুষ্ঠানটি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের। আরও কলেজের সঙ্গে আন্তরিকভাবে যুক্ত করে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই আয়োজন করা।'সমগ্র অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিষয়ের বিভাগীয় প্রধান ড. অর্ণব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ছাত্রছাত্রীদের একান্ত উদ্যোগ ও উপস্থিতি ছাড়া চারদিনের এত বড় অনুষ্ঠান সফল করে তোলা সম্ভব হত না।

ভ্রম সংশোধন

গত ১২–১৮ এপ্রিল ২০১৪ সংখ্যায় মাঙ্গলিকী বিভাগে স্বামী যোগানন্দের জন্মোৎসব প্রতিবেদনে সভায় উপস্থিত বক্তা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভট্টাচার্যের নাম বাদ পড়েছিল। এর জন্য আমরা দুঃখিত।

জাদুকর জে.পি. ব্যানার্জি

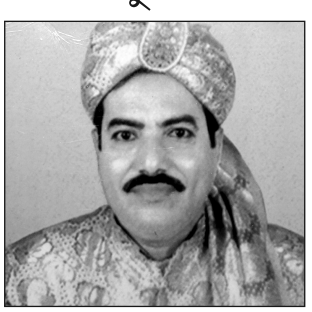

মাস্টার পাড়া, কোন্নগর, জেলা–হুগলী, যোগাযোগ ৯৪৩ ৩৪৫৮০২৬, ২৩৭৪–৪৬১৭

জন্মদিনের আসরে, মঞ্চে জাঁকজমক পূর্ণ জাদু প্রদর্শনীর জন্য আমন্ত্রণ জানান জাদুকর জে.পি. ব্যানার্জিকে। অন্তত ১৫ দিন আগে প্রদর্শনীর জন্যে যোগাযোগ করতে হবে।

দেখুন – হিন্দু ব্লেডইটিং বোর্ড থ্রু নেক সহ বহু বিস্ময়কর জাদু।

লিটল ও বাণিজ্যিকের প্রাচীর ভেঙে দিয়েছে

গ্রন্থ সন্ধানী: পত্রিকার বৈশাখ ১৪২১ সংখ্যা আমাদের দফতরে বৈশাখের আগেই জমা পড়েছে। বহুদিন ধরে অতি যত্ন নিয়ে যথাসময়ে পত্রিকাটি প্রকাশ করার দায়িত্ব পালন করে আসছেন সম্পাদক তথা সাহিত্যিক সুকুমার মণ্ডল – তাঁকে বিশেষ অভিনন্দন।

এই সংখ্যার শীর্ষ রচনা হল 'বিজ্ঞাপনের প্রলোভন'। মলাটে সাদা–কালো স্কেচটিতে শীর্ষ রচনার বিষয়বস্তু বাঙময় হয়ে উঠেছে, শিল্পী অমর লাহাকে অভিনন্দন। সম্পাদকীয়তে শীর্ষ রচনার বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে। বস্তুতঃ বিজ্ঞাপনের ইতিহাসের কথা সম্পাদকীয়তে উল্লেখিত হওয়ায় আলোচনাটি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। শীর্ষরচনার বিষয়বস্তু নিয়ে বেশ কিছু কবিতা রয়েছে। অধিকাংশই মনে হয় 'মনের তাগিদে' লেখা নয়। জোর করে 'লেখার জন্যে লেখা'। এরই মধ্যে উপভোগ্য, ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা স্বপন কর্মকারের 'বিজ্ঞাপনের নেপথ্যে' দিগম্বর দাশগুপ্তের 'বিজ্ঞাপন', নীলাদ্রি বিশ্বাসের 'খ্যাতিদের বেটাবেটি তবে তারা সেলিব্রেটি' (অনবদ্য পাঁচালী ধরনের রচনা, সুর করে পড়া যায়।) অন্যান্য বিবিধ কবিতার মধ্যে মননশীল রচনা হল অনিমা বিশ্বাসের কবিতা 'দানার কথা', মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু'র 'ক্ষয়রোগ, শান্তিনিকেতন', সুনীল সাধুখাঁ'র 'উৎসব', সুনীল গুহ'র 'শান্তির সন্ধান', গিরিজা শঙ্কর মুখার্জি'র 'তোমাকে চিন্তা', ঝুনু ভৌমিক'র

'তোমাকে ডাকে'।

শীর্ষরচনার বিষয়বস্তু নিয়ে সমীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবন্ধ 'বিজ্ঞাপন', দুর্গাদাস মিদ্যার নিবন্ধ 'বিজ্ঞাপিত বিজ্ঞাপন' মননশীল রচনা। একই বিষয় নিয়ে অসাধারণ ব্যাঙ্গাত্মক রম্যরচনা হল 'দুধ না খেলে'। এটি যে কোনও সাহিত্য সভায় পড়লে হাসির হুল্লোড় উঠবে। সুতরাং আগামী কোনও সাহিত্য সভায় এটি পড়তে হবে রচয়িতাকে। অর্থাৎ পত্রিকার সম্পাদককে। 'বিবেক চর্চা' পর্যায়ে ভাল লাগাল শুভব্রত ঘোষালের নিবন্ধ 'এক মহান রাষ্ট্রদূতের আত্মপ্রকাশ'। ভাল লাগল অলোকানন্দ দাসের রচনা 'বাংলাদেশের বৈসাবি উৎসব' (হ্যাঁ, শব্দটি হল বৈসাবি), রয়েছে অমৃতলাল পাড়ুইয়ের লেখা 'দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সংবাদপত্র সমীক্ষা' যার বিশেষ মূল্য আছে। অন্য দিকে সুনীল ঘোষের রম্য রচনা 'আজকের তাজা খবর'। সুচন্দ্রনাথ দাসের গল্প 'আত্মরক্ষা' একেবারেই জমেনি। এবারে 'হাসতে মানা'ও তেমন উজ্জ্বল নয়। অনবদ্য অণুকল্প হল বিজয়ভূষণ রায়ের রচনা 'যদিদং'। এটি বারবার পড়তে ইচ্ছে করে – কত কম কথায় জীবনের বাস্তব চাহিদা কত বাঙ্ময় করে তোলা যায় তার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল অণুগল্প 'যদিদং'– লেখককে অভিনন্দন।

এছাড়াও এই সংখ্যায় রয়েছে তরুণ দল সংগঠনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সংবাদ, পত্রপত্রিকার সমালোচনা। বস্তুত তারুণ্য হল আরও একটি লিটল ম্যাগাজিন, যা লিটল ম্যাগাজিন ও বহুল প্রচারিত বাণিজ্যিক পত্রিকার মাঝখানের 'দাগটা'কে মুছে দেয়।

সম্পাদক: সুকুমার মণ্ডল
যোগাযোগ: ৯৯০৩৮৩৫৬১১

জাদুকলা শিরোমণি সম্মানে ভূষিত হলেন জাদুকর জে.পি. ব্যানার্জি

কোন্নগর নিবাসী বরিষ্ঠ জাদুকর জে.পি. ব্যানার্জি সুদীর্ঘকাল ধরে পেশাদারি জাদু প্রদর্শনীতে রত। বর্তমানে তিনি একটি বড় ইভেন্ট গ্রুপের শিল্পী হিসেবে বাংলার বাইরে ও বহু অনুষ্ঠানে জাদু প্রদর্শনী দিতে সদা ব্যস্ত। অপরদিকে কোন্নগরে তাঁর সুরম্য বাসভবনে ৫ বছরের উপর চলা 'জাদু আড্ডা'র জন্য তিনি আজ বাংলা ছাড়িয়েও জাদু জগতের কাছে এক সুপরিচিত নাম। সেই জাদুকর জে.পি. ব্যানার্জি গত ১৫ মার্চ বিরল সম্মান লাভ করলেন, 'জাদুকলা শিরোমণি'। আর এই সম্মান পেলেন জব্বলপুর জাদুকর সমাজের কাছ থেকে। ব্যবস্থাপক ছিলেন জব্বলপুরের বরিষ্ঠ জাদুকর এস.কে. নিগম। আসলে শ্রী নিগমের জন্মদিন উপলক্ষ্যে স্থানীয় ড্রিমল্যান্ড ফান পার্কে আধ ঘন্টার মনোমুগ্ধকর জাদু প্রদর্শনী দেন জে.পি. ব্যানার্জি। আসরে উপস্থিত বিরাট সংখ্যক জাদুপ্রেমী মানুষ ও স্থানীয় জাদুকরবৃন্দের অবিরাম করতালিতে সম্মানিত হন শ্রী ব্যানার্জি। প্রদর্শনীর শেষে তাঁর হাতে 'জাদুকলা শিরোমণি' মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। গলায় পরিয়ে দেওয়া হল গোলাপের মালা – বাংলার জাদুজগত আরও একবার সম্মানে ভূষিত হল জাদুকর জে.পি. ব্যানার্জির এই সম্মানে। বিরাট সংখ্যক দর্শকবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জব্বলপুরের মহানাগরিক প্রভাত সাহু, স্থানীয় হাইকোর্ট আদালতের বার এসোসিয়েশনের প্রধান আদর্শ ত্রিবেদী, বিশিষ্ট চিকিৎসক সুবীর তিওয়ারি প্রমুখ।

এই সম্মান লাভ নিয়ে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে তীব্র উচ্ছাস দেখা দেয় কারণ এই সম্মান শুধু জাদুকরের ব্যক্তিগত সম্মানই নয়, সমগ্র বাঙলার জাদু জগতের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ।

বিশেষ সংযোজন: আগামী ২৫ মে জাদুকর জে.পি. ব্যানার্জি'র বাসভবনে (কোন্নগর) হাওড়া ম্যাজিক সার্কলের পূর্ণ সহযোগিতায় বসবে বাংলা ১৪২১'র প্রথম জাদু আড্ডা।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

যুগ সাগ্নিক
সম্পাদক – প্রদীপ গুপ্ত
২/৫৬–এ, নেতাজী নগর,
কলকাতা – ৭০০০৯২
মোবাইল – ৯০৫১৪৭১০৭৫

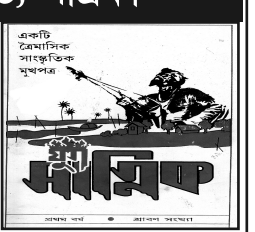

প্রথম বছরেই পাঠককূলের সমাদর পেয়েছে। লেখক–পাঠক হিসেবে যুক্ত হন।

বৃহত্তর আন্দোলনের পথে বসু পরিবারের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রয়াত ভাইপো শিশির বসু ও তার পত্নী ও প্রাক্তন সাংসদ কৃষ্ণা বসু ও তাঁদের পুত্র বর্তমান যাদবপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুগত বসু তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু ও চিতাভস্ম ভারতে নিয়ে আসা নিয়ে আন্দোলন করে চলেছেন। অথচ নেতাজির অন্যান্য ভাই, ভাইপো ও নাতিরা সকলেই আসল সত্য প্রকাশের জন্য রাজপথে

অনেক আগেই নেমে মিছিল করেছিলেন। এবার তারা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে লড়া প্রতিটি দলের কাছে আবেদন করেছেন তারা যেন তাদের নির্বাচনী দলীয় ইস্তাহারে নেতাজী বিষয়ক ফাইলগুলি উন্মোচনের কথা অন্তর্ভুক্ত করে। তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে একমাত্র বিজেপি তাদের ইস্তাহারে সেই কথা রেখেছেন।

সম্প্রতি কলকাতা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে নেতাজী পরিবারের দুই সদস্য চন্দ্র বসু ও দ্বারকানাথ বসু এবং নেতাজী গবেষক অনুজ ধর এই দাবিকে আরও দৃঢ়ভাবে করেন। তাঁরা যাদবপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুগত বসুর নেতাজি সম্পর্কে নানা মন্তব্যের বিরোধীতা করেন। তারা দাবি করেন নির্বাচনের পর যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক তারা যেন অবশ্যই নেতাজী বিষয়ক ১৫০টি ফাইল উন্মোচনের ব্যবস্থা করে। তারা রাজ্য সরকারের হাতে থাকা ৬৪টি ফাইল খোলার দাবি করেন। প্রয়োজনে তারা এই বিষয়ে আরও বড় আন্দোলন করতেও প্রস্তুত বলে তারা জানান।

ভারতের নির্বাচনের ফলের উপর নির্ভর করছে বাংলাদেশের বিরোধী দলের পরবর্তী পদক্ষেপ

ঢাকা: ভারতের নির্বাচনের ফলাফলের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে বাংলাদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল। কারণ, এর উপর নির্ভর করে দুই দেশের সম্পর্ক। বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগের সঙ্গে ভারতের কংগ্রেস সরকারের সম্পর্ক অতীতের যে কোনও সময়ের তুলনায় ভাল ছিল। বিজেপি ক্ষমতায় এলে আওয়ামি লিগের সঙ্গে সম্পর্ক কতটা উষ্ণ থাকবে তা নিয়ে আগ্রহ সকলের। আওয়ামি লিগের সভপতিমণ্ডলীর সদস্য নূহ উল আলম লেনিন মনে করেন, ভারতে যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন ভারতের নীতির ক্ষেত্রে মৌলিক কোনও পরিবর্তন হবে না। তবে বাংলাদেশের অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারত বিরোধিতার ফ্যাক্টরকে বরাবরই সামনে নিয়ে আসে বিএনপি। এরা মনে করে বিতর্কিত গত নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামি লিগের ক্ষমতায় আসার পিছনে ভারতের কংগ্রেস সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতা রয়েছে। ভারতের আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখেই হিসেব নিকেষ কষছে বিএনপি। তাদের বক্তব্য, ভারতে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন বাংলাদেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন গতিশীল করা কঠিন হবে। বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া'র উপদেষ্টা প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুক জানালেন, নির্বাচনের মাধ্যমে যেই ক্ষমতায় আসুক না কেন আওয়ামি লিগের সঙ্গে কংগ্রেসের অনেকদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তবে যারাই ভারতে ক্ষমতায় আসুক না কেন বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে তাদের পুনরমুল্যায়ন করা উচিত। কেন না ৫ জানুয়ারি, একতরফা একটি নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদের মতে, ভারতের নির্বাচন নিয়ে বিএনপি'র আশাবাদী হওয়ার মতো কারণ আছে। কারণ, আওয়ামি লিগ ও কংগ্রেস দুই দেশের দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তা বিজেপি'র সঙ্গে বাংলাদেশের নেতাদের একেবারেই নেই। ফলে বিজেপি ক্ষমতায় এলে আওয়ামি লিগকে কাছে ঘেঁষতে নাও দিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিএনপি বাড়তি কিছু সুবিধা পেতেই পারে।

ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যেও ভারতে চলতি নির্বাচন নিয়ে আগ্রহ কম নয়। তাঁদের মতে, বাংলাদেশের রাজনীতি অনেকাংশেই প্রভাবিত হয় ভারতে কোন দল ক্ষমতায় আছে তার উপর। বিজেপি ক্ষমতায় এলে সম্পর্ক কীভাবে পরিবর্তিত হবে তা নিয়ে কৌতুহল সকলেরই। বিজেপি'র সাম্প্রদায়িক চরিত্র নিয়ে অনেকেই উদ্বিগ্ন। তাদের ধারণা বিজেপি ক্ষমতায় এলে ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে। যার প্রভাব পড়বে বাংলাদেশে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুসাবীর আহমেদ সাকিম বলেন, নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশিরা স্বাভাবিকভাবে নেবেন না।

ভারতের সঙ্গে যে বিরোধগুলি এতদিন জিইয়ে আছে সেই সীমান্ত সমস্যা, নদীর জল বন্টন এই সমস্যাগুলির রাষ্ট্র ক্ষমতা বদল হলে কি হবে তা নিয়ে সংশয়ে বিভিন্ন মহল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, বিজেপি বিরোধী দলে থাকতে যখন সীমান্ত বিলের বিরোধিতা করেছে সেখানে ক্ষমতায় এলে নিশ্চিতভাবে এর সমাধানে জটিলতা তৈরি হবে।

মা ও ছেলে একজন বাংলাদেশ, অপরজন ভারতের বাসিন্দা। দেখা হয়নি বহুদিন। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উদ্যোগে কাঁটাতারের দুই পাশে দুই পাড়ে থাকা বাঙালিরা পরস্পরের আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। সেখানে আমরা সাক্ষী হলাম এই দুর্লভ দৃশ্যের যেখানে মা ও ছেলে বহু বছর পরে পরস্পরের হাত স্পর্শ করলেন। ছবি ফেসবুক থেকে।

জল বন্টন নিয়ে ভারত বিরোধী আন্দোলন উত্তাল

ঢাকা: বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক জল বিশেষজ্ঞ এসআই খান অভিযোগ জানিয়েছেন, ভারতের জল বন্টন নীতি আগামী ৩০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের ৬০ ভাগ এলাকাকে মরুভূমিতে পরিণত করবে। সম্প্রতি ঢাকায় প্রগতিশীল প্রকৌশলী ও স্থপতি ফোরাম নামের একটি সংগঠন আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির জ্যেষ্ঠ সহ–সভাপতি এসআই খান এই মন্তব্য করেন।

তাঁর অভিযোগ 'ভারত অভিন্ন নদীগুলির উজানে যেসব বাঁধ দিচ্ছে তার মাধ্যমে ভাটির দেশ বাংলাদেশকে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তিস্তা এলাকা থেকে ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়েছে ভারত। অথচ এই জলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সমান অধিকার রয়েছে আমাদের। তিনি আরও তীব্রভাবে বলেন, ফরাক্কা বাঁধ ভেঙে ফেলা উচিত। কারণ ওই বাঁধ ভারতের পরিবেশের সীমাহীন ক্ষতি সাধিত করেছে। তাই সবার স্লোগান হওয়া উচিত – নদী বাঁচাও, দেশ বাঁচাও, বাঁচাও বাংলাদেশে। মৎস, কৃষি, পশুপাখী, গাছপালা যেভাবে মরে যাচ্ছে তাতে প্রতিবছর ১৩৫ বিলিয়ন টাকা ক্ষতি হচ্ছে। এর জন্য আমরা আন্তর্জাতিক আদালতেও যেতে পারি।'

ফোরামের আহ্বায়ক সুব্রত সরকার জল সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য চিন, ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানকে নিয়ে যৌথ অববাহিকা কর্তৃপক্ষ গঠন করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন। অপরদিকে বিএনপি'র সহযোগী সংগঠন ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত মানব বন্ধনে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য মাহবুবুর রহমান ভারতের জল বন্টন নীতির সমালোচনা করে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তাদের নতজানু পররাষ্ট্রনীতি কারণে বাংলাদেশ নদীর জলের 'ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে না'। তিস্তার জলের উপযুক্ত প্রাক পরিমাণ প্রাপ্তির দাবিতে গত ২২ ও ২৩ মার্চ ঢাকা থেকে নীলফামারী অভিমুখে বিএনপি আয়োজিত লং মার্চের নেতৃত্ব দেন ওই দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মৃত ভেবে স্বামী বিয়ে করেছেন অন্যত্র

এক বছর সংজ্ঞাহীন থাকার পর খোঁজ পাওয়া গেল সাবিনার

ঢাকা: ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারে রানাপ্লাজাতে ধসের পর গার্মেন্টস কর্মী সাবিনার খোঁজ পায়নি তাঁর পরিবার। আসলে উদ্ধার হলেও এতদিন ছিল সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর পরিবার ওই ভবন ধ্বংসের পর খোঁজাখুজির পর না পাওয়াতে ভেবেছিল তিনি মারা গিয়েছেন। যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার গোয়াতোলি গ্রামের কৃষক মৈনুদ্দিন ও সালেহার ষষ্ঠ সন্তান সাবিনা। দুর্ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার পরে তৃতীয় তলার একটি বাথরুমে অচেতন ও পরিচয়হীন সাবিনাকে পাওয়া যায়। ফেটে যাওয়া মাথা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেঁতলানো অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

১৫ দিন স্থানীয় হাসপাতালের পর প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ও পরে মীরপুরে সম্মিলিত সামরিক

হাসপাতালে তাঁকে পাঠানো হয়। তাঁর বাম কিডনি অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর জন্য পত্রিকাতে বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজে ২৮ এপ্রিল তাঁর কিডনির প্রতিস্থাপন ও ব্রেনের সিটিস্ক্যান করা হয়। এরপর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে।

সাবিনা তাঁর পরিচয় দেন। হাসপাতাল থেকে স্বরাষ্ট্র দফতরে বিষয়টি জানান হলে তাঁর পরিবার খবর পায় এবং সাবিনার বাবা, কাকা ও মেজো বোন ঢাকায় হাসপাতালে আসেন।

জানা গিয়েছে, ২০০৯ সালে চট্টগ্রামের ছেলে জাহির ওরফে রয়েলের সঙ্গে সাবিনার বিয়ে হয়। রয়েলও ঢাকার একটি গার্মেন্টেসে চাকরি করতেন। তাঁদের কোনও সন্তান ছিল না। সাবিনা মারা গিয়েছেন, এমন ধারণা থেকেই রয়েল অন্যত্র বিয়ে করেছেন বলে সাবিনার বাবা খবর পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

সন্ত্রাস থামাতে হাসিনা'র প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা: সন্ত্রাসবাদ, নারী–শিশু পাচার ও অস্ত্র চোরা চালানের বিরুদ্ধে সার্কভুক্ত দেশগুলিকে একসঙ্গে কাজ করার

আহ্বান জানালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই সপ্তাহের শুরুতে সার্কভুক্ত দেশগুলির মন্ত্রী পরিষদ সচিবদের দু'দিন ব্যাপী বৈঠক উদ্বোধনে শেখ হাসিনা এই আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেছেন, এই অঞ্চলকে শান্তিপূর্ণ করাটা নির্ভর করছে সার্ক নেতাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উপর। ভারতের পক্ষে এই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করছেন মন্ত্রী পরিষদ সচিব (সমন্বয় ও জনস্বার্থ) সতীশ বলরাম অগ্নিহোত্রী।

৩৫০–এর মধ্যে ২২৬ সাংসদ কোটিপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা: বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে ৩৫০ জন সাংসদের মধ্যে ২২৬ জন কোটিপতি। সম্প্রতি 'সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)' নামক সংস্থার প্রতিবেদনে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। ৫৫ জনের মাসিক আয় কোটি টাকার উপরে, ১৭ জনের মাসিক আয় ২ লক্ষ টাকার নিচে। ৩১ জন সাংসদ ১০ লক্ষ টাকার উপর আয়কর দেন।

রহস্যময় হ্যাকিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা: বাংলাদেশের মন্ত্রী পরিষদের ওয়েবসাইটে ঢুকলেই দেখা যাচ্ছে ভারতীয় পতাকা। সেখানে বাজনা বাজছে আর লেখা রয়েছে 'হ্যাকড বাই ব্ল্যাক ড্রাগন'। সেখানে ইংরাজিতে লেখা রয়েছে এটা বাংলাদেশি হ্যাকারদের জন্য সতর্কবার্তা।

তারা যেন ভারতীয় সাইট হ্যাক করা থেকে বিরত থাকে। আমরা আপনাদের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে চাই না।

ধর্ষিতা নারীর পুরুষ চিকিৎসক নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা: ধর্ষিতা নারীর বয়স নির্ধারণের পরীক্ষায় পুরুষ চিকিৎসকদের অংশ না নিতে স্বাস্থ্য অধি দফতরের মহা পরিচালককে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ হাইকোর্ট। গত বছর এপ্রিলে 'ঢাকা মেডিকেলে ফরেন্সিক বিভাগ: নারীর জন্য এ কেমন ব্যবস্থা' শিরোনামে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রতিবেদন আদালতের নজরে আনেন সুপ্রীমকোর্টের আইনজীবী বিএম ইলিয়াস ও জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। এই সংক্রান্ত মামলায় গত বছর জুনেই দেশের সব সরকারি হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের নারী চিকিৎসক, নার্স ও এমএলএসএস নিয়োগের নির্দেশ দেয় আদালত। এই আদেশ কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তা নিয়ে আদালত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর আদেশ দিলেও এক বছরের আগের এই মামলার গতিপ্রকৃতি সঠিক সময়ে জানতে না পারায় যে শুনানী চলতে থাকে তারই ফলশ্রুতিতে সাম্প্রতিক কালের এই নির্দেশ।

এই মুহূর্তে ভারতের রাজনৈতিক পালাবদল নিয়ে অধীর আগ্রহে পর্যবেক্ষণরত বাংলাদেশের সমস্ত মহল। এই নিয়ে একাধিক প্রতিবেদন আমাদের বাংলাদেশ সংবাদদাতা রফিকুল ইসলাম সবুজের।

সুভাষকে খড়কুটো করে বাঁচার চেষ্টা টুটু বাহিনীর

অভিমন্যু দাস

এবার মোহনবাগানের নতুন টিডি হচ্ছেন তিনবারের আইলিগ জয়ী কোচ সুভাষ ভৌমিক। মোহনবাগান

কর্তারা এবার দল গঠনের জন্য প্রাক্তন তিন ফুটবলারকে নিয়ে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করেছিলেন বেশ কয়েকদিন আগেই। সেই দলের সদস্যরা হলেন শিবাজী ব্যানার্জি, কম্পটন দত্ত ও সত্যজি চ্যাটার্জি। তাঁরাই আইলিগ শেষ হওয়ার পর টিডি হিসাবে সুভাষ ভৌমিকের নাম ঘোষণা করেছেন। টিডি নির্বাচন করেই তাঁরা থেমে যান নি। ক্লাবের দুই শীর্ষকর্তা, নবনিযুক্ত টিডি এবং টেকনিক্যাল কমিটি মিলে নতুন মরসুমের দল গড়ার কাজ শুরু করেদিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে ৫০ জনের একটি তালিকা তৈরি হয়েছে। করিমের হাতে তৈরি সমস্ত জুনিয়র খেলোয়াড়কে এই দলে রাখা হবে। ফলে প্রীতম কোটাল, রাম মালিক, পঙ্কজ মোল্লার মতো জুনিয়রদের শরীরে আগামী বছর যে সবুজ মেরুন জার্সি উঠবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। জুনিয়ররা ছাড়াও প্রতি বিভাগেই একজন করে সিনিয়র তালিকাও প্রস্তুত হয়েছে। সেই তালিকায় অনেক নাম টিডি সুভাষ ভৌমিক রেখেছেন। যেমন লালকমল ভৌমিক, নির্মল ছেত্রী, রবানন, ধনচন্দ্রন সিং, রহিম নবিদের মতো সিনিয়র যেমন আছেন,

এরপর পনেরো পাতায়

ভারতীয় ক্রিকেটের কর্ণধার হওয়ার লক্ষ্যেই এগোচ্ছেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে 'ভিশন ২০২০'–র নেটে নেমে প্রাক্তন ক্রিকেটার ও অনূর্ধ্ব ২৫ বাংলা দলের কোচ প্রিয়বন্ধু জয়দীপ মুখার্জির প্রথম বলেই মারলেন অফসাইডের সেই বিখ্যাত ড্রাইভ। তারপরে শিক্ষার্থীদের বলে একের পর এক স্ট্রাইকে দেখা গেল সেই টাচ যা একসময় কাঁপিয়ে দিয়েছিল গোটা বিশ্বকে। পাশে দাঁড়ানো বাংলার কোচ অশোক মালহোত্রা বললেন, টাচটা যায়নি। জয়দীপ বললেন, স্পিনারদের কাছে এখনও বিভীষিকা। তবে আশেপাশে ঘোরা কিছু কর্মকর্তা ও সাংবাদিকরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে বলছিলেন আসলে সৌরভ প্রস্তুত হচ্ছেন এবার ক্রিকেটের ক্রীড়া প্রশাসনের গুগলি–? আক্রমণকে স্টেপ আউট করার জন্য।

রাজ্য ক্রিকেট মহলে গুজব, আগামী জুলাইয়ে সৌরভ গাঙ্গুলী নাকি বাংলার ক্রিকেট প্রশাসক সংস্থা সিএবি'র যুগ্ম সচিব হচ্ছেন। বর্তমানে দুই যুগ্ম সচিব সুজন মুখার্জি ও সুবীর গাঙ্গুলীর মধ্যে সুজন মুখার্জির টার্ম শেষ হচ্ছে এই বছর জুলাইতে। নাইট রাইডার্সের শীর্ষ কর্তা ও সহকারি যুগ্ম সচিব জিৎ ব্যানার্জির টার্গেট ছিল যুগ্ম সচিব পদটি। জিৎ কিছুদিন থেকেই ধীরে ধীরে ক্ষমতার কেন্দ্রের দিকে এগোচ্ছিলেন। অনেকটা শ্রীনিবাসনের স্টাইলে নানা মহলে জাল বিস্তার করছিলেন তিনি। 'গেমপ্ল্যান' নামক সংস্থার কর্ণধার তিনি। এই সংস্থাটি বিভিন্ন ক্রিকেটারকে কলম লেখায় সংবাদপত্রগুলিতে। স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞাপন জগতের সঙ্গেও দারুন সম্পর্ক তার। নাইট রাইডার্সের স্পনসর সংগ্রহ ও ব্যবসায়িক দিকটি তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। এবার স্টার জলসা চ্যানেলে কলকাতা ফুটবল লিগ ও শিল্ডের ম্যাচ সম্প্রসারণের পেছনে ভূমিকা ছিল তাঁর।

এরপর পনেরো পাতায়

ব্রাজিলকে আবার কাঁদাতে প্রস্তুত সুয়ারেজ

সঞ্জয় সরকার

১৯৫০ সালের ৬৫ বছর পর আবার ব্রাজিলের ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিশ্বকাপ ফুটবল। উরুগুয়ে সে বছর ঘরের মাঠে ব্রাজিলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। উরুগুয়েকে আসলে ব্রাজিল বাসিরা গৃহশত্রু বলে মনে করেন। কারণ, পর্তুগীজ ভাষী ব্রাজিলের কয়েকটি বিভক্ত প্রদেশ নিয়ে তৈরি হয়েছিল স্প্যানিস ভাষী দেশ উরুগুয়ে। ঘরের মাঠে ব্রাজিলের নিশ্চিত জয়ের আত্মবিশ্বাসকে পরাজয়ে পরিণত করে সে বার বিজয়ীর মুকুট ছিনিয়ে নিয়েছিল উরুগুয়ে। সেই ট্র্যাজেডির যদি আবার পুনরাবৃত্তি ঘটে তবে তার প্রধান কান্ডারী হবেন এ বছর ইংলিশ প্রিমিয়র লিগে লিভারপুলকে সাফল্যের স্বাদ দেখানো লুই সুয়ারেজ। একদা ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ টিম গত ২৪ বছর ধরে চালু হওয়া প্রিমিয়র লিগে কখনও সাফল্যের স্বাদ পায়নি। এবার সুয়ারেজের বুটের দাপটে তারা হয়ত সেই স্বাদ পেতে চলেছে। এই ফর্ম অব্যাহত থাকলে দেশবাসীকে আবার হয়ত পরমশত্রু নিধনের স্বাদ এনে দিতে পারবেন এই উরুগুয়েবাসী এই তরুণ।

১৯৮৭'র ২৪ জানুয়ারি উরুগুয়ের সালতো নামে এক শহরতলিতে জন্ম হয় তাঁর। পিতামাতার ৭ পুত্রের চতুর্থ তিনি। ৭ বছর বয়সে বাবা–মার সঙ্গে রাজধানী মন্টিভিডিওর বাসিন্দা হলেও ৯ বছর বয়সেই

তাঁর বাবা–মা'র বিচ্ছেদ ঘটে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন এক কৃষ্ণাঙ্গ। মায়ের কাছে মানুষ হওয়া লুই আর দশটা লাতিন আমেরিকান বালকের মতোই রাস্তায় রাস্তায় ফুটবল খেলেই বড় হতে থাকেন। ১৪ বছর বয়সে উরুগুয়ের বিখ্যাত ক্লাব নাজিওনালের এজ–গ্রুপ টিমে সুযোগ পান তিনি। কিন্তু মাঠে মাথা গরম করা আর লাল কার্ড দেখা ছিল নিত্যকার অভ্যেস। ১৫ বছর বয়সেই এক রাতে সারারাত্রি পার্টি ও উদ্দাম মদ্যপানের পরে কোচের কাছে দারুণভাবে ধমক খেয়ে আস্তে আস্তে চরিত্রের কিছুটা পরিবর্তন হয় তাঁর। ২০০৫–এ ১৮ বছর বয়সে দক্ষিণ আমেরিকার আন্তর্দেশীয় খেলা কোপা লিবারেটোডাসে গোল করে সকলের নজর কাড়েন তিনি। পরের মরসুমে দেশের লিগে ২৭ খেলায় করেন ১০ গোল। সে বছর হল্যান্ডের গ্রুনিজেন ক্লাবের নজরে পড়ে ৮ লক্ষ পাউন্ডে সই করেন হল্যান্ডের ওই ক্লাবে। সেই সময় একটি মজার ঘটনায় ঘটে। তাঁর বাল্য বান্ধবী ছিলেন সোফিয়া বালবি। লুই ইউরোপে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোফিয়াও ইউরোপের বার্সেলোনাতে বাস করতে যান পারিবারিক সূত্রে। ১৯ বছর বয়সী তরুণটি ডাচ বা ইংরাজি কোনও ভাষাই জানতেন না। কিন্তু কঠোর পরিশ্রমে ডাচ ভাষা আয়ত্ত করে নেন। ২০০৬–তেই সুয়ারেজের পারফরমেন্স দেখে হল্যান্ডের বিশ্ববিখ্যাত ক্লাব আজাক্স আমস্টার্ডাম বিশাল টাকার বিনিময়ে ৫ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ করায় তাঁকে। পরের বছর ডাচ লিগে আজাক্স রানার্স হয় এবং সুয়ারেজ ৩৩ ম্যাচে করেন ১৭ গোল। ২০১০–এ দলের অধিনায়কও হয়েছিলেন তিনি। তবে সুয়ারেজের মেজাজের সমস্যা কিন্তু থেকেই গিয়েছিল। অজস্র হলুদ কার্ড দেখে মাঝে মাঝেই খেলার সুযোগ হারাতেন তিনি।

এর মধ্যেই ২০০৯–এ সোফিয়াকে বিয়ে করেন সুয়ারেজ। ২০১০–এ ডেলফিনা ও ২০১৩'র সেপ্টেম্বরে বেঞ্জামিন নামে দুই পুত্র কন্যা জন্ম নেয় তাঁদের। পুত্রের জন্মের দিনই সান্দারল্যান্ডকে ৩–১ গোলে হারানোর মধ্যে ২টি গোল ছিল লুইয়ের। আজাক্সকে একের পর এক সাফল্য দিয়ে ২০১০–১১ মরসুমে লিভারপুলে সই করেন সুয়ারেজ। প্রথম বছর মরশুমের মাঝপথে যখন লিভারপুলে যোগদান করলেন তিন তখন লিগে তারা ছিল ১২ নম্বর স্থানে। সে বছর ষষ্ঠ স্থানে লিগ শেষ করে তারা। পরের মরশুমে ২০১২–তে ইংল্যান্ডের ক্লাবটির জার্সি গায়ে উরুগুয়েজাত ফুটবলারটি প্রথম সাফল্যের স্বাদ পান লিগ কাপ জিতে। তবে এ মরশুম অর্থাৎ ২০১৩–১৪–তে লিভারপুলে অনবদ্য সাফল্যের পিছনে সুয়ারেজের ভূমিকা রয়েছে বিশেষভাবে। এই মরশুমে ক্লাবের হয়ে ৬ বার হ্যাটট্রিক করেছেন তিনি। এক মরশুমে প্রিমিয়র লিগে ৩০টি গোল করার গৌরবও অর্জন করলেন তিনি। এর আগে এই সাফল্য পেয়েছেন অ্যান্ডি কোল, অ্যালান সিয়েরার, কেলভিন ফিলিপস, থিয়েরি অঁরি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও রবিন ভ্যান পার্সি।

সুয়ারেজ উরুগুয়ের হয়ে ২০০৭–এর অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্বকাপে দেশের জার্সি প্রথম গায়ে চড়ান। গত কয়েক বছর উরুগুয়ের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাফল্যেও রয়েছে তাঁর পায়ের ছোঁয়া। তবে লুইয়ের হলুদ কার্ড দেখার ট্রাডিশন কিন্তু এখনও অব্যহত।

যদি মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন আর মাঝ মাঠের টিমমেটদের কাছ থেকে ঠিকমতো বল পান তবে কিন্তু বিশ্বকাপের আসরে আবার উরুগুয়ের জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সাম্বা ট্রাজিডির পুণরাবৃত্তি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রকঃ** সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক ঃ** ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক ঃ**